চতুর্থ অধ্যায়

বাক্য তত্ত্ব

বাংলা এবং উর্দু ভাষার তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বলা যায়, ফরাসী, ইতালিয়ান, পর্তুগীজ, স্পেনিশ প্রভৃতি ভাষাগুলি লেখ্য লাতিন ভাষা থেকে নয়, কথ্য লাতিন ভাষা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। একই ভাবে বাংলা উর্দু, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাটী, মারাঠী, নেপালী, প্রভৃতি ভাষা প্রত্যক্ষ ভাবে সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়নি। বরং প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—সংস্কৃত, 'নস্' (নাসা, নাসিকা), পিতা, ভদ্র; প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় এই শব্দগুলির রূপ 'নস্ক, বপ্র, ভদ্ল' ছিল।

পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক শব্দ বা শব্দসমূহকে বাক্য বলা হয়। বাক্যের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "কোনও ভাষার যে উক্তির সার্থকতা আছে এবং গঠনের দিক হইতে যাহা স্বয়ং সম্পূর্ণ, সেইরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য (Sentence) বলা হয়।"[১]

ভাষাবিজ্ঞানী ভোলানাথ তিওয়ারী বাক্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাবে—"বাক্য ভাষা কী বহ সহজ ইকাঈ হ্যায় জিসমে এক ইয়া অধিক শব্দ (পদ) হোতে হ্যায় তথা জো অর্থ কী দৃষ্টি সে পূর্ণ হো য়া অপূর্ণ, ব্যাকরণিক দৃষ্টি সে অপনে বিশিষ্ট সন্দর্ভ মে অবশ্য পূর্ণ হোতী হ্যায়, সাথ হী উসমে প্রত্যক্ষ ইয়া পরোক্ষ রূপ সে কম সে কম এক সমাপিকা ক্রিয়া অবশ্য হোতী হ্যায়।"[২]

ভাষাবিজ্ঞানী রামেশ্বর'র মতে—"বাক্য হচ্ছে এমন কতকগুলি নির্বাচিত উপাদানের পরম্পরাক্রমিক বিন্যাস যেগুলিকে ভাষাবিশেষের বিশেষ ছাঁদ, রূপ পরিবর্তন ও সুর তরঙ্গের বিশেষ নিয়ম অনুসারে মিলিত করে একটি একক রূপে গড়ে তোলা হয়েছে। সহজ করে বলা যায়, বাক্য হচ্ছে ভাষার একক (Unit); ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে প্রথম যে বৃহত্তম একক আমরা পাই তা হল বাক্য।"[৩]

আমরা বলতে পারি মানুষের মনের ভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকট করতে সক্ষম পদ বা পদ্যসমূহকে বাক্য বলা হয়। যদি শব্দ ভাষার প্রারম্ভিক অবস্থা হয়, তাহলে বাক্য তার বিকাশ। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের বিকাশও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; কেননা মানুষের ভাব বা বিচারের পূর্ণ অভিব্যক্তি বাক্যতেই হয়। বাক্য হল সেই সার্থক ধ্বনি, যার দ্বারা

লেখক লিখে এবং বক্তা বলে নিজের ভাব বা অভিব্যক্তি পাঠক বা শ্রোতার উপর প্রকট করে।

বাংলা এবং উর্দু ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং উক্ত ভাষার বাক্যগঠন রীতি প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বাক্য গঠন রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন। যেমন—"বাংলা "তুমি ভাল ঘোড়া দেখ," উর্দু "তুম্ ভলা ঘোড়া দেখো," সংস্কৃতের "য়ূয়ং ভদ্রম্ অশ্বং পশ্যত" হইতে আসিতে পারে না। আমরা এখানে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা গঠন করতে পারি—'তুম্মে ভদ্লং ঘোটকং দৃক্ষথ।' এই প্রাচীন ভারতীয় কথ্য ভাষা হইতে প্রাচীন প্রাকৃত, মধ্য প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া আধুনিক পাক-ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা—য়ুয়ং ভদ্রম্ অশ্বং পশ্যত।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা—তুম্মে ভদ্লং ঘোটকং দৃক্ষথ।

প্রাচীন প্রাকৃত—তুম্হে ভল্লং ঘোটকং দেক্খথ।

মধ্য প্রাকৃত—তুম্হে ভল্লং ঘোটঅং দেক্খথ।

অপভ্রংশ—তুম্হে ভল্লং ঘোড়অ দেক্খহ।

উর্দু—তুম্ ভলা ঘোড়া দেখো।

বাংলা—তুমি ভাল ঘোড়া দেখ।"[৪]

যে কোনো ভাষার ব্যাকরণে বাক্য-গঠনের নিজস্ব নিয়ম আছে। কিন্তু ভাবের অভিব্যক্তিতে যে ভাষা যতটা সহায়ক হবে, সেই ভাষা ততটাই প্রভাবশালীও হবে। কারণ 'স্পষ্টতা' বাক্য-রচনার একটি বৃহৎ বিশেষত্ব; দ্বিতীয় বিশেষত্ব পাঠক বা শ্রোতার ভাব বা অভিব্যক্তিকে জাগরিত করার সামর্থ্য। তৃতীয় বিশেষত্ব পদ বা শব্দের তারতম্য; চতুর্থ বিশেষত্ব সংক্ষিপ্ততা বা ব্যর্থ পদ বা শব্দের ব্যবহার থেকে বিরত থাকা। সাহিত্যিক দৃষ্টিতে মাধুর্যও বাক্যের একটি বিশেষত্ব রূপে পরিগণিত। বাক্য যতই কানকে সুখ দেয়, হৃদয়কে আনন্দিত করে, ততই তাকে সুন্দর মনে করা হয়।

ভাষাবিজ্ঞানীগণের মতে—বাক্যের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং আসত্তি থাকা আবশ্যক। আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পদ বিশেষের পূর্তি হয়। বাক্যের একটি পদকে শুনে দ্বিতীয় পদকে শোনার বা জানার যে স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা জাগে, তাকে আকাঙ্ক্ষা বলা হয়। বাক্যে যোগ্যতার তাৎপর্য হল, পদকে অর্থবহ করার সামর্থ। যখন বাক্যের প্রত্যেক পদ বা শব্দ

অর্থজ্ঞাপনে সহায়ক হয়, তখন বুঝতে হবে বাক্যে যোগ্যতা বর্তমান। আর বাক্যে প্রযুক্ত পদ বা শব্দের বিধিবদ্ধ স্থাপনাকে আসত্তি বলা হয়। বাক্যে শব্দের বিন্যাস এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ বাক্যতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়।

ব্যাকের প্রধানত দুইটি অঙ্গ—(১) উদ্দেশ্য এবং (২) বিধেয়। বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে চিহ্নিতকারী শব্দকে উদ্দেশ্য বলা হয়. যেমন—'রাম বারণকে বধ করেছে। (বাংলা); 'ঘোড়া দওড় রহা হ্যায়' (উর্দু)। উক্ত বাক্যদ্বয়ের 'রাম' এবং 'ঘোড়া' উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে সূচীতকারী শব্দকে বিধেয় বলা হয়। যেমন—পূর্বোক্ত বাক্যদ্বয়ের প্রথম বাক্য রাম (উদ্দেশ্য) সম্পর্কে বলা হয়েছে 'রাম বারণকে বধ করেছে'। এখানে 'বারণকে বধ করেছে' বিধেয় এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'ঘোড়া (উদ্দেশ্য) সম্পর্কে বলা হয়েছে 'ঘোড়া দওড় রহা হ্যায়', এখানে 'দওড় রহা হ্যায়' বিধেয়। বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষার ক্ষেত্রেই 'উদ্দেশ্য-বিধেয়'র এই বর্গীকরণ প্রচলিত আছে।

এছাড়া অগ্র এবং পশ্চ রূপ দ্বারাও বাক্যকে বিভক্ত করা যায়। এটি মূলত কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে হতে পারে। সাধারণত কথ্য রূপে বা চলতি ভাষায় বাক্য অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, অন্যদিকে লিখিত রূপে বাক্য বড় হয়ে থাকে। অনেক সময় একটি বাক্যের পশ্চ দ্বিতীয় বাক্যের অগ্র হয়ে থাকে, যেমন—'মোহন মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করছে।' 'মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করলে তার ফল ভালো হবে।' 'ভালো ফল হলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।' এইভাবে বাক্যের প্রয়োগ বাড়তে থাকে, যাকে এইরূপে বিভাজিত করা যায় না।

□ **বাক্যের পদসংস্থান** ঃ বাক্যের রচনা পদ দ্বারা হয়। বিশ্বের এমন বহু ভাষা আছে, যেখানে বাক্য রচনায় 'পদক্রম' বা 'পদসংস্থানের বিশেষ স্থান আছে। চীনী ইত্যাদি স্থান প্রধান ভাষায় পদক্রম তো বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ, কিন্তু ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, হিন্দী ইত্যাদি ভাষার ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে একটি সীমা পর্যন্ত বাক্যে শব্দের স্থান নির্দিষ্ট থাকে। যেমন বাংলা, উর্দু, হিন্দী ইত্যাদি ভাষায় প্রায়সঃ প্রথমে কর্তা, তারপর কর্ম এবং তারপর ক্রিয়া, অর্থাৎ ক্রিয়া বাক্যের শেষে আসে। যেমন—'রাজা ভাত খাচ্ছে।' (বাংলা); 'মোহন খানা খায়া' (উর্দু); 'মোহন নে ভোজন কিয়া' (হিন্দী) । কিন্তু ইংরেজী ভাষায় 'ক্রিয়া' মাঝে আসে এবং কর্ম শেষে; যেমন— 'Ram killed Ravan'। ইংরেজী ভাষায় প্রশ্নবোধক বাক্যে ক্রিয়ার কিছু অংশ প্রথমেই এসে যায়। বিশেষণ বিশেষ্যের আগে আসে এবং ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়ার পরে। উর্দু এবং হিন্দী ভাষায় কর্তা, কর্ম এবং তারপর ক্রিয়া থাকে (বাংলায়ও একই রূপ)। কদাচিৎ বিশেষণ বিশেষ্যর

আগে এবং ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার পূর্বে আসে। কোনো ভাষাতেই শব্দের স্থানগত বৈশিষ্ট্যের এই নিয়ম সুনিশ্চিত বা ব্যতিক্রমহীন নয়। ইংরেজী ভাষায় প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্রিয়া স্থান পরিবর্তন করে কর্তার আগে বসে। উর্দু ভাষায় আমরা 'মোহন খানা খা লিয়া' এই বাক্যকে 'ক্যায়া মোহন খানা খা লিয়া'? বললে এর প্রশ্নবোধক রূপ প্রকাশ পায়। তবে কদাচিৎ এমনও বলা হয়—'খানা খা লিয়া কিয়া মোহন'? বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও 'তুমি বাড়ি যাচ্ছ' এই বাক্যটি প্রশ্নবোধক হলে এর রূপ হবে 'তুমি কি বাড়ি যাচ্ছ?' কিংবা তুমি বাড়ি যাচ্ছ কি?' কদাচিৎ যাচ্ছ কি বাড়ি তুমি? তবে একথা উল্লেখযোগ্য বাংলা এবং উর্দু বাক্যে প্রশ্নের বোধ হয় সুরতরঙ্গের মাধ্যমে, সেখানে ক্রিয়ার স্থান পরিবর্তন আবশ্যিক নয়, সেক্ষেত্রে পদক্রম পরিবর্তিত হতেও পারে, নাও হতে পারে।

বল প্রদানের কারণেও পদক্রম প্রধান ভাষায় অনেক সময়ই পদক্রমের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন বাংলায় 'আমি বাড়ি যাচ্ছি' এই সাধারণ বাক্যে বিশেষ বল প্রয়োগ করলে এর রূপ হবে—'যাচ্ছি আমি বাড়ি'; 'বাড়ি যাচ্ছি আমি'। উর্দুতে সাধারণভাবে বললে বাংলার মতোই বাক্যের রূপ হবে 'ম্যায় ঘর জা রহা হুঁ'। কিন্তু বল প্রয়োগ করলে হবে 'ঘর জা রহা হুঁ ম্যায়' বা 'জা রহা হুঁ ঘর ম্যায়।'

□ **পদবন্ধ** ঃ যখন একের অধিক পদ, একত্রে যুক্ত হয়ে একটি ব্যাকরণগত সংসর্গ (যেমন বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ)-এর কাজ করে, তখন সেই ব্যাকরণগত সংসর্গকে পদবন্ধ বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ—'ওখানে মন্দির আছে।' কিংবা 'সৌরভদের বাড়ির পাশে মন্দির আছে।' প্রথম বাক্যে 'ওখানে' একটি ক্রিয়া-বিশেষণ (স্থানবাচক) পদ, দ্বিতীয় বাক্যে 'সৌরভদের বাড়ির পাশে' কয়েকটি পদের এমন সঙ্গম, যা স্থান বাচক ক্রিয়া-বিশেষণের কাজ করছে। সুতরাং এটি ক্রিযা-বিশেষণ পদ না হয়ে ক্রিয়া-বিশেষণ পদবন্ধ হবে। এই পদবন্ধকে বাংলা এবং উর্দু ভাষায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—

□ বিশেষ্য-পদবন্ধ—বাক্যে বিশেষ্যের কার্যকারী পদসমূহ—
'এতপরিশ্রম করলে সঙ্গীতের সাধনাকারী শিল্পী অবশ্যই সফল হবেন' (বাংলা)
'হরবক্ত মুসকুরানেবালা জিন্দাদীল ইন্সান সভী কো পসন্দ হ্যায়।' (উর্দু)

□ বিশেষণ পদবন্ধ—'ধ্যানে-মগ্ন সাধককে ঘিরে ভক্তের সমাগম' (বাংলা)
'বচ্চোঁকী চাঁদ সে ভী প্যারা চেহরা কিস কো নহী অচ্ছা লগতা?'(উর্দু)

□ সর্বনাম পদবন্ধ—'তুমি সেই, যে কাল আমার বাড়ি এসেছিলে।' (বাংলা)
'মৌত সে ইতনী বার লড়কর জিতনেবালা ম্যাঁয় কিয়া মর সকতা হুঁ?' (উর্দু)

□ ক্রিয়াপদবন্ধ—'একথা বলা যেতেই পারে।' (বাংলা)
'উসকী বাত আজ তো মান লী জা সকতী হ্যায়।' (উর্দু)

□ ক্রিয়া-বিশেষণ পদবন্ধ—'আগামী বছরের মাঝামাঝি আমার বাড়ি হয়ে যাবে'।
'ঘর সে হোকর জাউগাঁ।' (উর্দু)

□ সম্বন্ধবোধক পদবন্ধ—'এ বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালা যাচ্ছে।' (বাংলা)
'ইস মকান সে বাহর কী ওর কোঈ বোল রহা হ্যায়।' (উর্দু)

□ সমুচ্চয়বোধক পদবন্ধ—'ওকে আমি খেতে দেব না, কেননা ও লেখাপড়া করেনি।' (বাংলা)
'উসে ম্যায় নহী চাহতা, কিউঁ কি বহ ঝুট বোলতা হ্যায়।' (উর্দু)

□ বিস্ময়াদিবোধক—'হায় ভগবান! এবারও তুই পাশ করতে পারলি না!' (বাংলা)
'হায় রে কিস্মত! আজ ভী খানা নহী মিলেগা।' (উর্দু)

□ বাক্য এবং উপবাক্য—সাধারণভাবে বলা যায় বাক্য হল সার্থক-শব্দ সমাহার, যেখানে কর্তা এবং ক্রিয়া উভয়ই থাকে। সেই শব্দসমূহকেই সার্থক বাক্য বলা যাবে, যখন তার কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং ক্রিয়া (বিধেয়) পাশাপাশি থাকবে এবং উদ্দেশ্য এবং বিধেয়-র মধ্যে অর্থগত বিরোধ থাকবে না। বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় একাধিক বাক্যের সহযোগে একটি বাক্য গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সেই বাক্যের একটি প্রধান বাক্য এবং অপরটি হল উপবাক্য। এমন বলা যায়, উপবাক্য হল এমন পদসমূহ, যার নিজস্ব অর্থ থাকবে, যা একটি বাক্যের অংশ হবে এবং যার উদ্দেশ্য এবং বিধেয় থাকবে। মূল বাক্যের মধ্যে যে উপবাক্যটি স্বনির্ভর তাকে প্রধান উপবাক্য বলা হয়। যেমন—'সেই ছাত্র উত্তীর্ণ হবে, যে পরিশ্রম করবে'। এই বাক্যের 'সেই ছাত্র উত্তীর্ণ হবে' প্রধান উপবাক্য।

যে উপবাক্য প্রধান উপবাক্যের উপর নির্ভরশীল, তাকে আশ্রিত উপবাক্য বলা হয়। যেমন—'সেই ছাত্র উত্তীর্ণ হবে, যে পরিশ্রম করবে এই বাক্যের 'যে পরিশ্রম করবে' আশ্রিত উপবাক্য। আশ্রিত উপবাক্যগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে প্রধান উপবাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। আশ্রিত উপবাক্য তিনরকম হয়ে থাকে—(ক) বিশেষ্য স্থানীয় উপবাক্য; (খ) বিশেষণ স্থানীয় উপবাক্য এবং (গ) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় উপবাক্য।

(ক) বিশেষ্য স্থানীয় উপবাক্য—বাক্যের অপ্রধান বা আশ্রিত উপবাক্যটির ভূমিকা যদি বিশেষ্য পদের মতো হয়, তবে তাকে বিশেষ্য স্থানীয় উপবাক্য বলা হয়। এটি কর্ম

(সকর্মক ক্রিয়া) বা পূরক (অকর্মক ক্রিয়া)-এর কাজ করে, যেমন বিশেষ্য করে। যেমন—'সে কহে বিস্তর মিছা **যে কহে বিস্তর**; 'মোহিনী বলল, **আমি কাল আসব**'। এখানে নির্দেশিত উপবাক্যগুলি বিশেষ্যপদের মতো কাজ করেছে।

উর্দু ভাষায় বিশেষ্য স্থানীয় উপবাক্যের চিহ্ন এই যে এই উপবাক্যের পূর্বে 'কি' যুক্ত হয়। যেমন—'ম্যায় নহী জনতা কি বহ কহাঁ হ্যায়।' এখানে 'বহ কহা হ্যায়' বিশেষ্য স্থানীয় উপবাক্য।

(খ) বিশেষণ স্থানীয় উপবাক্য—যে আশ্রিত উপবাক্য প্রধান উপবাক্যের কোনো পদের বিশেষণ পদের ভূমিকা পালন করে তাকে বিশেষণ স্থানীয় উপবাক্য বলা হয়। যেমন—'নিঃশেষে প্রাণ যে **করিবে দান, ক্ষয় নাই** তার ক্ষয় নাই।' এখানে নির্দেশিত উপবাক্যটি 'তার' পদের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত।

উর্দুভাষায় বিশেষণ স্থানীয় উপবাক্যের ক্ষেত্রে 'জো', 'জ্যায়সা', 'জিতনা' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করা হয়। যেমন—'বহ আদমী, জো কল আয়া থা, আজ ভী আয়া হ্যায়'। এখানে 'জো কল আয়া থা' বিশেষণ উপবাক্য।

(গ) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় উপবাক্য—যে আশ্রিত উপবাক্যটি বাক্যে কোনো ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে কাজ করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় উপবাক্য বলা হয়। যেমন—**'যদি কলকাতা যাও,** তাহলে ওষুধটা আনবে।' এখানে 'যদি কলকাতা যাও' এই আশ্রিত উপবাক্যটি 'আনবে' ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে কাজ করেছে।

উর্দু ভাষায় ক্রিয়াবিশেষণ স্থানীয় উপবাক্যের ক্ষেত্রে 'জব', 'জহাঁ', 'জিধর', 'জো' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন—'যব তুম জানা চাহ, তব চলে জানা।' এখানে 'যব তুম জানা চাহ' ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় উপবাক্য।

□ বাক্যের শ্রেণীবিভাজন—বাক্যের শ্রেণীবিভাজন মূলত দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়ে থাকে। (ক) গঠন বা স্বরূপগত দৃষ্টিকোণ থেকে এবং (খ) অর্থগত দৃষ্টিকোণ থেকে।

(ক) গঠন বা স্বরূপগত দৃষ্টিকোণ থেকে বাক্যের শ্রেণীবিভাজন—গঠন বা স্বরূপগত দিক থেকে বাংলা উর্দু উভয় ভাষাতেই বাক্যকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—১. সরলবাক্য; ২. মিশ্র বা জটিলবাক্য; ৩. যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য।

(১) সরলবাক্য—যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য এবং একটিমাত্র বিধেয় থাকে (একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া) তাকে সরলবাক্য বলা হয়। যেমন—'তিনি ভয়ে আর কথা

বললেন না'। এই বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য 'তিনি' এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া 'বললেন না'।

উর্দুর একটি সরল বাক্যের উদাহরণ—'আজ বহুত বারিশ গিরা'। এই বাক্যে একটি উদ্দেশ্য অর্থাৎ কর্তা এবং একটি বিধেয় অর্থাৎ ক্রিয়া আছে।

বাংলা সরলবাক্যে উদ্দেশ্য একাধিক থাকলেও মূল সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) একটি থাকবে। আর একাধিক উদ্দেশ্য থাকলে সব মিলিয়ে একটিমাত্র উদ্দেশ্য রূপে গণ্য হবে। যেমন 'বাবা প্লেনে ও আমি ট্রেনে দিল্লী যাব।' একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকার কারণে এটি সরল বাক্য। বাংলায় একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকলে সেই বাক্যটি সরল বাক্যরূপে পরিগণিত হবে। যেমন—'সেই মেয়েটি ছবি এঁকে, গান গেয়ে, কবিতা বলে সবাইকে খুশি করত?'

সরল বাক্যে উদ্দেশ্যের (কর্তা) আগে তার বিশেষণ এবং ক্রিয়া (বিধেয়)র কর্ম থাকতে পারে। এদের উদ্দেশ্যর প্রসারক এবং বিধেয়র প্রসারক বলা হয়; যেমন—'মোহনের ভাই সোহন আমার মহাভারতের বই খুব ধীরে ধীরে পড়ে।' এখানে উদ্দেশ্য (কর্তা)—মোহনের 'ভাই', 'বই'—কর্ম, 'পড়ে'—ক্রিয়া 'মোহনের' হল উদ্দেশ্যর প্রসারক এবং 'আমার'—কর্মের বিস্তার, 'ধীরে ধীরে'—ক্রিয়ার বিস্তার'। বাক্যে এই বিস্তার না ঘটলেও বাক্যটির অর্থ প্রকাশ পেত। কিন্তু বাক্যের এমন কিছু শব্দ থাকে যা বাদ দিলে বাক্যের অর্থ পূর্ণ হয় না। এই শব্দকে ক্রিয়ার পরিপূরক বলা হয়। যেমন—'স্বামী বিবেকানন্দ যুব সমাজের প্রতীক ছিলেন।' এখানে 'যুব সমাজের প্রতীক' কথাটি বাদ দিলে 'ছিলেন' ক্রিয়াটি পূর্ণতা পায় না।

উর্দু এবং হিন্দীর সরল বাক্যেও এই শ্রেণীর কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সাধারণত উর্দুর সরল বাক্যে একটি উদ্দেশ্য এবং একটি বিধেয় থাকে। উদ্দেশ্য বেশির ভাগ কর্তৃকারকে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু কখনো কখনো অন্য কারকেও যুক্ত হয়। যেমন—'লড়কা দওড়তা হ্যায়' (প্রধান কর্তৃকারক); 'সিপাহী নে চোরপকড়া' (অপ্রধান কর্তাকারক); 'চিঠ্ঠী লিখী জায়গী' (অপ্রধান কর্মকারক 'কর্মবাচ্য'); নওকর কো বহাঁ ভেজা জায়গা' (সপ্রত্যয় কর্মকারক); 'আপকো এয়সা ন কহনা চাহিএ থা' (সম্প্রদান কারক)।

বাক্যের সাধারণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশেষণাদি যুক্ত করে তার বিস্তার করা হয়—

- বিশেষণ সহযোগে—'অচ্ছা লড়কা বুজুর্গোঁ কী কহা মানতা হ্যায়।'
- সম্বন্ধকারক সহযোগে—'খানে কী সব চীজে লাঈ গঈ'

● সমানাধিকরণ শব্দ সহযোগে—'উনকে ভাঈ আসরফ় য়হ মকান নহী চাহতে থে।'

● বাক্যাংশ সহযোগে—'দিন কা থকা হুয়া আদমী রাত কো খুব সোতা হ্যায়।'

উদ্দেশ্যের প্রসারক শব্দকে তার গুণবাচক শব্দ দ্বারাই বিস্তার করা যায়। যেমন—'জহাজ কা সবসে উপর কা হিস্সা পহলে পহল দিখাঈ দেতা হ্যায়।'

এছাড়া এক বা একাধিক শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্যের বিস্তার হয়ে থাকতে পারে। যেমন—'ঘোড়ো কী টাপো কী বঢ়তী হুঈ আবাজ় দূর তক ফ়্যাল রহী থী।'

সাধারণ বিধেয়তে একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, আর তা যেকোনো বাচ্য, অর্থ, কাল, পুরুষ লিঙ্গ, বচন এবং প্রয়োগে আসতে পারে। 'ক্রিয়া' শব্দে সংযুক্ত ক্রিয়ারও সমাবেশ থাকে। যেমন—'লড়কা জাতা হ্যায়', 'পথর ফেঁকা জায়গা।'

সাধারণত অকর্মক ক্রিয়া তার অর্থ নিজেই প্রকাশ করে, কিন্তু এমন কিছু অকর্মক ক্রিয়া আছে যার অর্থ পূরণের জন্য তার সঙ্গে বিশেষ্য, বিশেষণ অথবা কোন গুণবাচক শব্দ যুক্ত করা হয়। যেমন—'বহ আদমী বেকার হ্যায়।' 'নওকর মালিক বন গয়া।'

যখন অপূর্ণ ক্রিয়া তার অর্থ নিজেই প্রকট করে, তখন সে একাই বিধেয় হয়, যেমন—'সবেরা হুয়া', 'মেরী ঘড়ী বনাঈ জায়গী।'

উর্দু বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে করণা, বনানা, সমঝনা, মাননা, পানা, কহনা ইত্যাদি সকর্মক ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্যে কর্মের সঙ্গে একটি অন্য শব্দ যুক্ত হয়; একে কর্মপূর্তি বলা হয়; 'ম্যায়নে মিট্টী কো সোনা বনায়া।'

উদ্দেশ্যের মতো কর্মেরও বিস্তার হয়, কিন্তু বাক্য রচনায় তাকে আলাদা বলার প্রয়োজন নেই; সেখানে কেবল মুখ্য কর্মকে সূচিত করাই আবশ্যক। যেমন—'বহ উড়তী চিড়িয়া পহচানতা হ্যায়।'

উদ্দেশ্যের মতো বিধেয়-র ক্রিয়ারও বিস্তার হয়। যেমন উদ্দেশ্যর বিস্তারের ফলে উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিক জানা যায়, তেমনি বিধেয় বিস্তারে বিধেয় সম্পর্কে অধিক কথা জানা যায়। উদ্দেশ্যের বিস্তার বেশির ভাগ বিশেষণ দ্বারা হয়ে থাকে; কিন্তু বিধেয়র বিস্তার ক্রিয়াবিশেষণ অথবা তার সমান উপযোগী শব্দ দ্বারা করা হয়। যেমন—

□ বিশেষ্য বা বিশেষ্য বাক্যাংশ—'বহ ঘর গয়া', 'এক জ়মানে মেঁ বড়া অকাল পড়া।'

□ ক্রিয়া বিশেষণের উপযোগী বিশেষণ—'বহ অচ্ছা লিখতা হ্যায়।'

□ পূর্ণ তথা অপূর্ণ ক্রিয়াদ্যোতক কৃদন্ত—'তুম্হরী লড়কী কিতাব লিএ জাতী হ্যায়।'

□ তৎকালবোধক কৃদন্ত—'বহ্ লওটতে হী পঢ়নে ব্যয়ঠা।'

□ স্বতন্ত্র বাক্যাংশ—'উনকো গ্যয়ে দো সাল গুজ়র গয়া।'

□ ক্রিয়া বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ বাক্যাংশ—'গাড়ী জল্‌দী চলতী হ্যায়', 'বহ্ কহী ন কহী ছুপা হ্যায়।'

একের অধিক বিধেয়বর্ধক একসাথে ব্যবহারে আসতে পারে। যেমন—'ম্যায় আপনা কাম পূরা করকে, বাহর কে কমরে মেঁ, অখ্‌বার পঢ়তা হুয়া ব্যয়ঠা থা।'

সকর্মক ক্রিয়ার অর্থ কর্ম ছাড়া পূর্ণ হয় না আর দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় দুটি কর্ম আসে, যেমন—'চিড়িয়াঁ ঘোসলে বনাতে হ্যায়'; 'বহ্ আদমী মুঝে বুলাতা হ্যায়।'

□ বাংলা এবং উর্দু সরল বাক্যের উদাহরণ—

- 'বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না।' (বাংলা)
- 'পড়া শেষ করে খেলতে যাবে।' (বাংলা)
- 'মিথ্যা কথা বলার জন্য আমি তোমাকে পছন্দ করি না।' (বাংলা)
- 'দরঅসল ম্যায় তুম্‌হে নহী জানতা।' (উর্দু)
- 'হর বক্ত বহ্ হামে পরেশান করতা হ্যায়।' (উর্দু)
- 'জ়িন্দেগী মে হমেশহ্ খুশ রহনা চাহিএ। (উর্দু)

□ মিশ্র বা জটিল বাক্য—যে বাক্যে একটি সাধারণ বাক্য ছাড়াও তার অধীন অন্য কোনো অঙ্গবাক্য বা খণ্ডবাক্য থাকে, তাকে 'মিশ্র বা জটিল বাক্য বলা হয়। অর্থাৎ যে বাক্যে মুখ্য উদ্দেশ্য এবং মুখ্য বিধেয় ছাড়া এক বা একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলা হয়। যেমন—'এমন কোন মানুষ আছে, যে মহাদানী রাজা অশোকের নাম শোনে নি?' মিশ্রবাক্যের 'মুখ্য উদ্দেশ্য' এবং 'মুখ্য বিধেয়' দ্বারা যে বাক্য গঠিত হয়, তাকে 'মুখ্য উপবাক্য বা প্রধান উপবাক্য' এবং অপর বাক্যকে 'অপ্রধান উপবাক্য' বা 'আশ্রিত উপবাক্য' বলা হয়। প্রথমটিকে 'মুখ্যবাক্য' এবং অপরটিকে 'সহায়ক বাক্য'ও বলা হয়। সহায়ক বাক্য নিজে পূর্ণ বা সার্থক হতে পারে না, কিন্তু মুখ্য বাক্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তার অর্থ প্রকাশ পায়। উপরে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে,

তাতে 'এমন কোন মানুষ আছে' 'মুখ্যবাক্য' এবং 'যে মহাদানী রাজা অশোকের নাম শোনেনি' 'সহায়ক বাক্য'; কেননা এই অংশটি মুখ্য বাক্যের উপর আশ্রিত।

উর্দু মিশ্র বা জটিল বাক্যের উদাহরণ 'জব লড়কা পাঁচ সাল কা হুয়া, তব মাঁ নে উসে মাদরসে কো ভেজা'। এখানে 'তব মাঁ নে উসে মাদরসে কো ভেজা' মুখ্য উপবাক্য; এবং শেষ উপবাক্য এর আশ্রিত হওয়ায় সেটি আশ্রিত উপবাক্য। মিশ্রবাক্যে একের অধিক আশ্রিত উপবাক্য একে অপরের সমানাধিকরণ হলে তাকে 'আশ্রিত সমানাধিকরণ উপবাক্য' বলা হয়। বাংলার মতো উর্দু ভাষাতেও আশ্রিত উপবাক্য স্বয়ং অর্থপূর্ণ হতে পারে না, মুখ্য বাক্যের সঙ্গে যুক্ত হলেই তার অর্থ প্রকাশ পায়।

বাংলা মিশ্র বা জটিল বাক্যের সাপেক্ষ শব্দজোড় বা সাপেক্ষ সর্বনাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—

☐ ব্যক্তি অর্থে—'যে...সে'; 'যাকে...তাকে' (যাকে পিয়ানোটা দেবে বলেছিলে, তাকেই দিও।)

☐ সময় বোঝাতে—'যখন...তখন' (যখন আমি আসতে বলব, তখন এসো।)

☐ কার্যকারণ বোঝাতে—'যদি...তবে'; 'যেহেতু...সুতরাং' (যদি ভয় থাকে তবে সেখানে যেও না।)

কখনো কখনো সাপেক্ষ শব্দ জোড়ের দ্বিতীয় অংশটির পরিবর্তে বাক্যে একটি কমা (,) চিহ্নও থাকতে পারে। যেমন—'এসেই যখন পড়েছ, আজকের দিনটা থেকে যাও।' এখানে 'তখন' অব্যয়টির পরিবর্তে কমা (,) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

উর্দু ভাষাতেও মুখ্য উপবাক্যের কোন বিশেষ্য বা বিশেষ্য-বাক্যাংশের পরিবর্তে যে উপবাক্য প্রযুক্ত হয়, তাকে বিশেষ্য উপবাক্য বলা হয়; যেমন—'ইস মেলে কা খ়াস মক়সদ য়হ হ্যায় কি ব্যাপার মেঁ তরক্কী হো।' এই মিশ্র বাক্যে 'ব্যাপার মেঁ তরক্কী হো।' এই উপবাক্য মুখ্য উপবাক্যের বিশেষ 'ব্যাপার কী তরক্কী'র পরিবর্তে এসেছে।

মুখ্য উপবাক্যের কোন বিশেষ্যের বিশেষত্ব প্রকাশকারী উপবাক্যকে বিশেষণ উপবাক্য বলা হয়। যেমন—'য়হাঁ এয়সে ক্যঈ লোগ হ্যায়, জো দুসরোঁ কী ফ়িক়র নহী করতে।' এই উপবাক্য মুখ্য উপবাক্যের পরিবর্তে এসেছে, যা 'মানুষ' বিশেষ্যর বিশেষত্বকে প্রকাশ করে।

মিশ্রবাক্যে প্রযুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ উপবাক্য মুখ্য উপবাক্যের ক্রিয়ার বিশেষত্বকে প্রকাশ

করে। যেমন—উর্দুবাক্যে 'জব সবেরা হুয়া, তব হম লোগ বাহর গ্যএ।' এই মিশ্র বাক্যে 'জব সবেরা হুয়া' ক্রিয়াবিশেষণ উপবাক্য। এটি মুখ্য উপবাক্যের 'সবেরা' ক্রিয়া বিশেষণের স্থানে এসেছে। মুখ্য উপবাক্যে এই ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগ এরকম হবে—'সবেরে হম লোগ বাহর গ্যএ'; আর সেখানে এই ক্রিয়া বিশেষণ 'গ্যএ' ক্রিয়ার বিশেষত্বকে প্রকাশ করছে।

যেভাবে সাধারণ বাক্যে সমানাধিকরণ বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ আসতে পারে। একইভাবে মিশ্রবাক্যেও দুই বা ততোধিক সমাধিকরণ আশ্রিত উপবাক্যও আসতে পারে। যেমন—'হম চাহতে হ্যায়, হমারা লড়কা স্যহতমন্দ রহে অর কামীয়াব হো।' এই মিশ্র বাক্যে 'হম চাহতে হ্যায়' হল মুখ্য উপবাক্য এবং 'লড়কা স্যহতমন্দ রহে অর কামীয়াব হো' হল আশ্রিত উপবাক্য। এই দুই উপবাক্য 'চাহতে হ্যায়' ক্রিয়ার কর্ম। সুতরাং এই দুটি সমানাধিকরণ বিশেষ্য উপবাক্য। যদি এদের স্থানে বিশেষ্য রাখা হয়, তবে এই দুটি সমানাধিকরণ হবে; যেমন, 'হম লড়কে কা স্যহতমন্দ রহনা অর উনকা কামীয়াব হোনা চাহতে হ্যায়।'

মিশ্রবাক্যে যেমন প্রধান উপবাক্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আশ্রিত উপবাক্য আসে; তেমনি আশ্রিত উপবাক্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আশ্রিত উপবাক্যও আসতে পারে; যেমন—'নওকর নে কহা কি জিস দুকান মেঁ গ্যয়া থা, উসমেঁ দবা নহী মিলী'। এই বাক্যে 'ম্যায় জিস দুকান মেঁ গ্যয়া থা', এই উপবাক্য 'উসমে দবা নহী মিলী' এই বিশেষ্য উপবাক্যের বিশেষণ উপবাক্য। এই সম্পূর্ণ উপবাক্যের মধ্যে একটিই প্রধান উপবাক্য; সুতরাং এই সমগ্র বাক্যটি মিশ্র বাক্যই।

কখনো কখনো বিশেষণ উপবাক্যে একের বেশি সর্বনাম (সম্বন্ধবাচক) বা বিশেষণ আসতে পারে; আর মুখ্য উপবাক্যে তাদের প্রত্যেকের নিত্যসম্বন্ধ যুক্ত শব্দ আসে; যেমন—'জো জিতনা মাঙ্গতা, উসকো উতনা দিয়া জাতা।'

কখনো কখনো সম্বন্ধবাচক সর্বনামের স্থানে প্রশ্নবাচক সর্বনামও আসতে পারে, কিন্তু নিত্যসম্বন্ধী সর্বনাম নিয়মানুসারেই আসে; যেমন—'ফির আগে ক্যয়া হুয়া, সো কিসী কো ন জান পড়া।'

কখনো কখনো মুখ্য উপবাক্যে বিশেষ্য এবং তার সর্বনাম দুই-ই ব্যবহৃত হয়; যেমন—'পানী জো বারিশ সে বরসতা হ্যায় বহ মীঠা হোতা হ্যায়।'

□ বাংলা এবং উর্দু মিশ্রবাক্যের উদাহরণ—

● 'যদি ঝড় না আসে, তাহলেও আজ বাড়ি যেও না।' (বাংলা)

● 'যার বিনয় আছে, তার মহত্ত্ব আছে।' (বাংলা)

● 'ম্যায়নে সুনা হ্যায় কি আপ কে ঘর মে আজ রিস্তেদার আনে বালে হ্যায়'। (উর্দু)

● 'রসিদ আমীর কো বহী কিতাব খরীদ কে দি; জো বহ্ চাহতা থা।' (উর্দু)

□ যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য—দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্যকে সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত করে যে বাক্য গঠিত হয় তাকে যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য বলা হয়। এই শ্রেণীর বাক্য দীর্ঘ হয়। যেমন—'ভদ্রলোক অনেক টাকা আয় করেন, অথচ কিছুই জমাতে পারেন না।' এই দীর্ঘ বাক্যের সংযোগ অব্যয় হল 'অথচ'। এর দ্বারাই দুটি মিশ্রবাক্যকে সংযুক্ত করে সংযুক্ত বা যৌগিক বাক্য গঠিত হয়েছে। উর্দুর একটি সংযুক্ত বা যৌগিক বাক্যের উদাহরণ—'ম্যায় খানা খাকর সোয়া কি পেট মে দর্দ হোনে লগা, অর দর্দ ইতনা বঢ় গয়া কি ফ়রণ ডক্টর কো বুলানা পড়া।' এই বাক্যের সংযোজক অব্যয় হল 'অর'। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযুক্ত বাক্যে প্রত্যেক বাক্য তার স্বতন্ত্র সত্ত্বা বজায় রাখে, তারা পরস্পরের আশ্রিত নয়। শুধু সংযোজক অব্যয় এই স্বতন্ত্র বাক্যকে মিলিত করে। তবে স্বতন্ত্র অর্থে তাদের মধ্যে একেবারেই যে কোন সম্পর্ক থাকে না, এমন নয়। আসলে আশ্রিত উপবাক্য প্রধান উপবাক্যের উপর যতটা আশ্রিত থাকে, ততটা একটি প্রধান উপবাক্য অপর প্রধান উপবাক্যের উপর থাকে না। আর একেবারেই স্বতন্ত্র থাকলে তাদের মধ্যে অর্থ-সঙ্গতি আসবে না। আর সেদিক থেকে দেখতে গেলে মিশ্র বাক্যের প্রধান উপবাক্যও তার আশ্রিত উপবাক্যের উপর কিছু হলেও নির্ভরশীল।

সংযুক্ত বাক্যের সমানাধিকরণ উপবাক্যে চার শ্রেণীর সম্বন্ধ লক্ষ করা যায়—(১) সংযোজক, (২) বিভাযোগ, (৩) বিরোধদর্শক এবং (৪) পরিণামবোধক। এই সম্বন্ধ সাধারণত সমানাধিকরণ সমাহার বা সমূহবোধক অব্যয় দ্বারা বোঝানো হয়, যেমন—

(১) সংযোজক—'ম্যায় আগে বঢ় গয়া, অর বহ পীছে রহ গয়া' (উর্দু)

'বিদ্যা দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, বিচারশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং সম্মান মেলে।' (বাংলা)

(২) বিভাযোগ—'উস্থে ন নীন্দ আতী থী, ন ভূখ প্যাস লগতী থী।' (উর্দু)

'আমার ভাই আমার কাছে আসবে নয়তো আমিই তার কাছে যাব।' (বাংলা)

(৩) বিরোধদর্শক—'য়ে লোগ হমেশাহ সবসে লড়তে থে, লেকীন বাদ মে উনকোঁ ইহাঁ সে নিকাল দিয়া গয়া।' (উর্দু)

'কামনার আগুন প্রবল হলে মানুষ দুরাচার করে না, কিন্তু অন্তঃকরণ দুর্বল হয়ে যাওয়ায় সে এমন করে।' (বাংলা)

(৪) পরিণামবোধক—'মুঝে উন লোগোঁ কা ভেদ খুলনা থা, ইসলিয়ে ম্যায় বহাঁ ঠহরকর উনকী বাতে সুননে লগা।' (উর্দু)

'বাদশা তার বেগমকে খুব ভালো বাসতেন, তাই তাঁর এই মহল বানানোর ইচ্ছা জাগে।' (বাংলা)

কখনো কখনো সমানাধিকরণ উপবাক্য ছাড়াই সমূহ বা সমুচ্চয়বোধক বাক্যকে যুক্ত করা হয়; কিম্বা সংযুক্ত অব্যয়ের একটি লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন—

'আজ তো ক্যায়া বহ সারী জিন্দগী ইস বাত কো নহী ভুলা পায়ে গা।' (উর্দু)

'ও পেয়ে খুশী না হারিয়ে কাতর।' (বাংলা)

বাক্য এবং বাক্যাংশের মধ্যে অর্থ এবং রূপগত পার্থক্য বর্তমান। পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুই বা ততোধিক শব্দ, যার দ্বারা পূর্ণ বাক্যের রূপ প্রকটিত হয় না, তাকে বাক্যাংশ বলাহয়। যেমন—'দূর থেকে আসা' (বাংলা); 'সচ বোল না' (উর্দু) আর একটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশকারী শব্দসমূহকে বাক্য বলা হয়। যেমন—'ছেলেটি বই পড়ছে' (বাংলা); 'লড়কে ফুল তোড় রহে হ্যায়' (উর্দু)। বাক্যের দ্বারা এক পূর্ণ অর্থপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু বাক্যাংশে এক বা একাধিক ভাবনা থাকে। বাক্য এবং বাক্যাংশের রূপগত পার্থক্য এই যে, বাক্যে একটি ক্রিয়া থাকে, কিন্তু বাক্যাংশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃদন্ত বা সম্বন্ধসূচক অব্যয় থাকে; যেমন—'কাজ করছে' (বাংলা/বাক্য) 'নদী কে কিনারে' (উর্দু/বাক্যাংশ)।

□ বাংলা এবং উর্দু সংযুক্ত বা যৌগিক বাক্যের উদাহরণ—

- 'তুমি চলে যাবে, কিন্তু আমি কেমন করে যাব?' (বাংলা)
- 'ওদের অনেক টাকা, তবু গরীবকে সাহায্য করে না।' (বাংলা)
- 'মীনা কবিতা লেখে এবং গান গায়।' (বাংলা)
- 'তুম অভী পঢ়নে ব্যয়ঠোগে, বড়না মাঁ বহুত নারাজ় হোঙ্গী।' (উর্দু)
- 'উসনে মুঝে আবাজ় দী, মগর ম্যায়নে সূনা নহী।' (উর্দু)

● 'কাফী বক্ত হুয়ে ম্যায়নে তুম্হে দেখা নহী, ইসিলীএ আজ তুম্হারে ঘর আয়া।' (উর্দু)

অর্থগত দিক থেকে বাংলা বাক্যের শ্রেণীবিভাগ—

গঠনগত দিক থেকে বাক্যকে যেমন কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, অর্থগত দিক থেকেও তেমনি বাংলা বাক্যকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

(১) নির্দেশক বাক্য—যে বাক্যে কোনো ঘটনার বিবরণ থাকে, বা কোনো কিছু নির্দেশ করা হয়, তাকে নির্দেশক বাক্য বলা হয়। যেমন—'জেলেরা নদীতে মাছ ধরছে।' 'ভিতরের শক্তিই স্বেচ্ছা শক্তি।'

নির্দেশক বাক্যকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—ক. ইতিবাচক এবং খ. নেতিবাচক।

(ক) ইতিবাচক নির্দেশক বাক্য—ইতিবাচক নির্দেশক বাক্যের দ্বারা কোনো স্বীকৃতি, সমর্থন বা হ্যাঁ-বাচক অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন—'বন্দুক পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য', 'সে বিষয়ে সকলে নিঃসন্দিগ্ধ ছিল', 'সত্যের জয় হবেই'।

(খ) নেতিবাচক নির্দেশক বাক্য—নেতিবাচক নির্দেশক বাক্যের দ্বারা বক্তার মনের কোনো অনিচ্ছা, অনাগ্রহ বা অস্বীকৃতি প্রকাশিত হয়। যেমন—'তার নাম নেই, ধাম নেই, পাপ নেই, পুণ্য নেই', 'ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা সম্ভব নহে'। (সাধু) 'সে কথা প্রকাশ না করাই ভালো।'

(২) অনুজ্ঞাবাচক বাক্য—অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের দ্বারা কোনো আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ ইত্যাদি বোঝানো হয়। যেমন—'তুমি আজই বাড়ি যাও'। (আদেশ অর্থে)। অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় কালকেই সূচিত করতে পারে। যেমন—

☐ বর্তমানকাল (অনুরোধ অর্থে)—'মহারাজ আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।'

☐ বর্তমানকাল (আদেশ অর্থে)—'এখনই এখান থেকে চলে যাও।'

☐ ভবিষ্যৎকাল (নিষেধ অর্থে)—'আর কখনো এখানে আসবে না।'

☐ ভবিষ্যৎকাল (আদেশ অর্থে)—'প্রতিদিন নিয়মিত স্কুলে যাবে।'

(৩) ইচ্ছাবাচক বাক্য—যে বাক্য দ্বারা বক্তার মনের শুভ বা অশুভ ইচ্ছা প্রকাশিত হয়, তাকে ইচ্ছাবাচক বাক্য বলা হয়। যেমন—'ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।' 'সে যেন জীবনে উন্নতি করে,' (শুভ ইচ্ছা), 'তার যেন সর্বনাশ হয়।' (অশুভ ইচ্ছা)।

(৪) কার্যকারণাত্মক বাক্য—এই শ্রেণীর বাক্যে কোনো শর্ত বা কার্যকারণ সম্বন্ধ বা শর্ত সাপেক্ষ প্রকাশিত হয়। যেমন—'যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে ফসল ভালো হবে।' 'যদি মন দিয়ে পড়, তাহলে তুমি ভালো ফল করবে।' 'বিচারক সিদ্ধান্তে আসতে পারলে বিচারসভা তাড়াতাড়ি শেষ হবে'। 'যদি বারণ করো, তবে গাহিব না।'

(৫) সন্দেহবাচক বাক্য—বাক্যে যখন ক্রিয়াসম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ পায়, তখন সেই বাক্যকে সন্দেহবাচক বাক্য বলা হয়। যেমন—'হয়তো এতক্ষণে সে এসে থাকবে।', 'এটাই বোধ হয় তার মনের ইচ্ছা'। এই শ্রেণীর বাক্যে 'হয়তো', 'বোধহয়'; 'সম্ভবত' ইত্যাদি সন্দেহ দ্যোতক শব্দের উপস্থিতি থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। যেমন—'আগামীকাল আমি গেলেও যেতে পারি,' 'আজ বৃষ্টি হলেও হতে পারে', 'বইটা আমি আগেও পড়ে থাকব।'

(৬) আবেগবাচক বাক্য—এই শ্রেণীর বাক্যদ্বারা বক্তার ভয়, শোক, আনন্দ, বিস্ময়, ঘৃণা ইত্যাদি আবেগ প্রকাশিত হয়। যেমন—'কি বিশাল বাড়ি!' (বিস্ময়); 'ওরে বাবা কি বিরাট সাপ!' (ভয়); 'হায়রে! লোকটা অল্পবয়সেই মারা গেল!' (শোক); 'ছিঃ ছিঃ তুমি একাজ করতে পারলে! (ঘৃণা); 'বাঃ কি আনন্দ, আজ ভারত খেলায় জিতেছে!' (আনন্দ)

(৭) প্রশ্নবাচক বাক্য—যে বাক্য দ্বারা বক্তা কোনো ঘটনা বা ভাব সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলা হয়। এক্ষেত্রে কে, কী, কারা, কাদের, কাকে, কার, কোথায়, কখন, কেন, কোন্‌দিন, কোন্ সময় ইত্যাদি প্রশ্নসূচক অনুয় শব্দ ব্যবহৃত হয়। (সাধুভাষায় প্রশ্নবোধক অনুয় শব্দের রূপ—কাহারা, কাহাদের, কাহাকে, কাহার ইত্যাদি)। যেমন—

ব্যক্তিবাচক—'আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান?'
'আপনি কাহাকে দেখিতে যাইবেন?' (সাধু)
বস্তুবাচক—'আমার জন্য কি কি বই এনেছো?'
'এই পুস্তক কাহার?' (সাধু)
সময়বাচক—'আপনি ঠিক কোন্ সময় আসবেন?'
স্থানবাচক—'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক?', 'তুমি কোন কাননের ফুল?'
নঞর্থক শব্দযোগে—'আপনি তখন গান শুনতে চাইছিলেন না?'

□ অর্থগত দিক থেকে উর্দুভাষাকেও মিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

(১) বিধিবাচক বাক্য—এই শ্রেণীর বাক্য দ্বারা কোনো কিছু হওয়াকে বোঝায়। যেমন—

সরলবাক্য—'হম খা চুকে।'
মিশ্রবাক্য—'জব ম্যায় নে খানা খা চুকা, তব বহ আয়া।'
সংযুক্তবাক্য—'ম্যায় খানা খায়া অর মেরী ভুখ মিট গয়ী।'

(২) নিষেধবাচক বাক্য—এই শ্রেণীর বাক্য দ্বারা কোনো কিছু না হওয়াকে বোঝায়। যেমন—

সরলবাক্য—'বহ ঘর মেঁ নহী হ্যায়'।
মিশ্রবাক্য—'জিস দিন বহ ঘর মেঁ নহী রহতা, উস দিন মুঝে অচ্ছা নহী লগতা।'
সংযুক্তবাক্য—'বহ ঘর মেঁ নহী হ্যায়, ইসলিয়ে ম্যায় পরেসান হুঁ।'

(৩) আজ্ঞাবাচক বাক্য—এর দ্বারা কোনো প্রকার আজ্ঞার বোধ জন্মায়। যেমন—

সরলবাক্য—'আপনী পঢ়াঈ করো।'
মিশ্রবাক্য—'জো পঢ়াঈ তুম্হে করনী হ্যায় বহ করো।'
সংযুক্তবাক্য—'খেল তমাশা বন্ধ করো অর অপনী পঢ়াঈ করো।'

(৪) প্রশ্নবাচক বাক্য—যে বাক্যের দ্বারা কোনো জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নকে বোঝায় তাকে প্রশ্নবাচক বাক্য বলে। যেমন—

সরলবাক্য—'ক্যায়া তুম খা রহে হো?'; 'তুম্হারা নাম ক্যায়া হ্যায়?'
মিশ্রবাক্য—'ক্যায়া তুম বতাওগী কে তুম কিয়া খা রহে হো?
সংযুক্তবাক্য—'বহ কব আয়া অর কব গ্যয়া?'

(৫) বিস্ময়বাচক বাক্য—বাংলা ভাষার মতো উর্দুভাষায় এই শ্রেণীর বাক্য দ্বারা আশ্চর্য, দুঃখ বা সুখের বোধ প্রকাশিত হয়। যেমন—

সরলবাক্য—'তুমনে তো বহুত অচ্ছা কাম কিয়া!'
মিশ্রবাক্য—'জো কাম তুমনে কিয়া হ্যায়, বহ তো বহুত অচ্ছা হ্যায়!'
সংযুক্তবাক্য—'তুমনে ইতনা অচ্ছা কাম কিয়া অর মুঝে পতা হী ন চলা!'

(৬) সন্দেহবাচক বাক্য—এই শ্রেণীর বাক্য দ্বারা কোনো বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ পায়।

সরলবাক্য—'য়হ' চিঠ্ঠী কিসী লড়কী নে লিখী হোগী'।

মিশ্রবাক্য—'জো চিঠ্ঠী মিলী হ্যায়, বহ উস লড়কী নে লিখী হোগী।'

সংযুক্তবাক্য—'উসনে কলেজ সে আয়া হোগা অর আতে হী খানা খায়া হোগা।'

(৭) ইচ্ছাবাচক বাক্য—এই শ্রেণীর বাক্যের দ্বারা কোনো প্রকার ইচ্ছা বা শুভ কামনার বোধ প্রকাশিত হয়।

সরলবাক্য—'খুদা তুম্হারী খের করে'।

মিশ্রবাক্য—'তুম জহাঁ রহো বহাঁ খুশ রহো।'

সংযুক্তবাক্য—'হে খুদা ম্যায় খুশ রহু অর মেরে সাথ দুসরে ভী খুশ রহে।'

(৮) সংকেতবাচক বাক্য—এই শ্রেণীর বাক্যের ক্ষেত্রে একটি বাক্য অপর বাক্যের উপর নির্ভরশীল হয়। যেমন—

মিশ্রবাক্য—'আগর তুম খাও তো ম্যায় ভী খাউ।' 'ম্যায় আপ কো পহলে জানতা তো আপকা একীন ন করতা।'

আজ্ঞাসূচক বাক্যের উদ্দেশ্য সাধারণত মধ্যমপুরুষ সর্বনাম রাখা হয়; কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এর লোপ করা হয়। কখনো কখনো অন্য পুরুষ সর্বনাম আজ্ঞাসূচক বাক্যের উদ্দেশ্য হয়; যেমন—'বহ কাল সে য়হাঁ ন আয়ে', 'লড়কে কুএঁ কে পাস ন জায়ে।'।

ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ভাষার সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। আমরা জানি ভাষা হল আমাদের বাগ্‌যন্ত্র দ্বারা নিঃসৃত অর্থপূর্ণ ধ্বনি সমষ্টি। একে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার সূক্ষ্মতর এককে চিহ্নিত করাই ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। ভাষাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমে যে বৃহত্তম একক পাওয়া যায়, তাই হল বাক্য। এই বাক্যের গঠনের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ বাক্যতত্ত্বের প্রধান কাজ।

বাক্য গঠনের বিভিন্ন প্রকার ভেদ হয়ে থাকে। যে গঠন বাক্যের পূর্ণরূপ দান করে তাকে 'পূর্ণবাক্যাত্মক গঠন' বলা যায়। এই শ্রেণীর বাক্যে বাক্যগঠনের সমস্ত উপকরণ মেলে। আর বিপরীতে কিছু বাক্যগঠন 'অপূর্ণ বাক্যাত্মক' হয়। এই শ্রেণীর বাক্যে এক বা একাধিক বাক্য-উপকরণ বা পদ লুপ্ত থাকে। একটি উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি তুলে ধরা যায়—

(ক) মহেশ—'মোহন, তুমি কি আজ বাড়ি যাবে?'

(খ) মোহন—'হ্যাঁ', (বা, হ্যাঁ, যাব')।

এখানে প্রথম বাক্যটি 'পূর্ণ বাক্যাত্মক' এবং দ্বিতীয়টি অপূর্ণ বাক্যাত্মক। একথা উল্লেখযোগ্য যে অপূর্ণ বাক্যাত্মক রচনার অর্থ বোঝার জন্য তাকে 'পূর্ণবাক্যাত্মক' রচনার রূপ শ্রোতা বা পাঠক বক্তব্যের বিষয়ের আধারে দিয়ে দেয়। তাছাড়া এর অর্থ জ্ঞাপন সম্ভব নয়।

বাক্য গঠনের অপর দুটি বিশেষ দিক হল 'অন্তঃকেন্দ্রিক গঠন' এবং 'অকেন্দ্রিক গঠন'। 'অন্তঃকেন্দ্রিক গঠনে বাক্যের কেন্দ্র সেই বাক্যেই ন্যস্ত থাকে। যেমন—'ছেলেটি' আর 'ভাল ছেলেটি'—এই দুই রূপের বাক্যস্তরের মধ্যে কোনো অন্তর নেই। 'ছেলেটি আসছে' বলতে পারি আবার 'ভালো ছেলেটি আসছে' ও বলতে পারি। একই ভাবে উর্দু ভাষার ক্ষেত্রেও 'লড়কা জা রহা হ্যায়' এবং 'অচ্ছা লড়কা জা রহা হ্যায়'—দুইটি বাক্যস্তরের মধ্যে আপাত বিরোধ নেই। এখানে মুখ্য শব্দ হল 'ছেলে' বা 'লড়কা'। বাক্যস্তরে ব্যাকরণগত রচনার দৃষ্টিতে 'ভাল ছেলে' বা 'অচ্ছা লড়কা' সেই—যে 'ছেলে' বা 'লড়কা'। এখানে 'ভাল ছেলে' বা অচ্ছা লড়কা' হল অন্তঃকেন্দ্রিক রচনা। অন্যভাবে, যদি পদসমূহ গঠনের দিক থেকে তার এক বা একাধিক পদের সমান হয়, তবে তাকে অন্তঃকেন্দ্রিক গঠন বলা হবে। এর বহুরূপ হতে পারে—

১. বিশেষণ+বিশেষ্য—কালো কাপড়, লাল শাড়ী (বাংলা); বদমাস আদমী। (উর্দু)

২. ক্রিয়াবিশেষণ+বিশেষণ—খুব খারাপ (বাংলা); বহত তেজ় (উর্দু)।

৩. ক্রিয়াবিশেষণ+ক্রিয়া—জোড়ে দৌড়োলো (বাংলা); খুব খায়া (উর্দু)।

৪. ক্রিয়াবিশেষণ+ক্রিয়া বিশেষণ—খুব ভালো রান্না করে (বাংলা); বহত অচ্ছা গাতা হ্যায় (উর্দু)।

৫. বিশেষ্য+বিশেষণ উপবাক্য—'ফল যা পাকবে' (বাংলা); 'আদমী জো গ্যয়া থা' (উর্দু)।

৬. সর্বনাম+বিশেষ্য উপবাক্য—'সেই, যে হাঁটছিল' (বাংলা); 'বহ্ জো দওড় রহা থা' (উর্দু)।

৭. ক্রিয়া+ক্রিয়া—'পড়ার ঘর, যেখানে পড়াশোনা করা হয়,' (বাংলা); 'আগরা, জহাঁ হবাঈ জহাজ গীরা থা' (উর্দু)।

৮. বিশেষ্য+সংযোজক+বিশেষ্য—'সীতা ও রাম' (বাংলা), 'সোহন অর জ়য়ীদ' (উর্দু)

অন্তঃকেন্দ্রিক রচনা দুরকম হয়—'সমানাধিকার সম্পন্ন' এবং 'অধীনতাজ্ঞাপক'। যখন কোনো অন্তঃকেন্দ্রিক গঠনের অন্তর্গত উপাদানগুলি সমগুণ বা সমগুরুত্বসম্পন্ন হয়, যখন একটি উপাদান অপর উপাদানের অধীনস্থ হয় না, তখন সেই অন্তঃকেন্দ্রিক গঠনকে 'সমানাধিকার সম্পন্ন' গঠন বলা হয়। যেমন—'শিমুল ও পলাশ লাল ফুল'। এই বাক্যের মূল দুটি উপাদান 'সিমুল' ও 'পলাশ' সমানাধিকার সম্পন্ন। এদের মধ্যে কেবল একটিকে বাক্যে ব্যবহার করলেও শুদ্ধ বাক্যই গঠিত হবে—'শিমুল লাল ফুল'। সুতরাং শিমুল ও পলাশ লাল ফুল' সমানাধিকার জ্ঞাপক। অন্যদিকে যখন অন্তঃকেন্দ্রিক গঠনের উপাদানগুলির মধ্যে একটি প্রধান এবং অপরটি অপ্রধান, অর্থাৎ একটি অপরটির অধীনস্থ, প্রধান উপাদানটিকে সূচিত করার জন্যই কেবল ব্যবহৃত হয়েছে, তাকে 'অধীনতাজ্ঞাপক' গঠন বলা হয়। যেমন 'বুদ্ধিমান ছেলে'। এখানে দুটি উপাদান 'বুদ্ধিমান' এবং 'ছেলে'। এখানে 'বুদ্ধিমান' উপাদান এসেছে 'ছেলে'কে বিশেষিত করার জন্য, এক্ষেত্রে 'বুদ্ধিমান' 'ছেলে'র অধীন। সুতরাং 'বুদ্ধিমান ছেলে' হল অধীনতাজ্ঞাপক গঠন। অধীনতাজ্ঞাপক গঠনের দুটি অংশ। বাক্যের যেটি প্রধান অংশ তাকে বলা হয় 'শীর্ষ' বা 'প্রধান' এবং যে উপাদানটি অপ্রধান বা প্রধানের অধীন তাকে বলা হয় অধীনস্থ উপাদান বা আশ্রিত উপাদান। এখানে 'ছেলে' প্রধান উপাদান এবং 'বুদ্ধিমান' আশ্রিত বা অধিনস্থ উপাদান। বাংলার মতো উর্দু ভাষার বাক্য গঠনের ক্ষেত্রেও বিষয়টিকে উদাহরণ সহযোগে বোঝানো যেতে পারে। উর্দুর 'মোহন অর জ়য়ীদ মসজীদ কী ওর জা রহে হ্যায়'—এখানে বাক্যের মূল উপাদান 'মোহন' এবং 'জ়য়ীদ' উভয়ই সমানাধিকার সম্পন্ন। কারণ এখানে 'মোহন' মসজীদ কী ওর জা রহা হ্যায়' বললেও একটি পূর্ণ অর্থ জ্ঞাপক শুদ্ধ বাক্যই প্রকাশিত হবে। কিন্তু যদি বলা হয় 'অচ্ছা লড়কা', তবে তা অধীনতা জ্ঞাপক গঠন হবে। কারণ এখানে 'অচ্ছা' শব্দ 'লড়কা'র বিশেষত্বকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং 'অচ্ছা' হল 'লড়কা'-র আশ্রিত বা অধীন। 'বহুত তেজ় লড়কা' এই শ্রেণীর শব্দে 'লড়কা' মুখ্য 'তেজ়' আশ্রিত আর 'বহুত', 'তেজ়'এর আশ্রিত।

বাক্যের যে গঠন অন্তঃকেন্দ্রিক গঠনের নিয়মের মতো হয় না, তাকে অকেন্দ্রিক গঠন বলা হয়। এখানে অন্তঃকেন্দ্রিক এর মতো কেবল একটি বা কিছু শব্দ পুরো বাক্য গঠনের জায়গায় আসতে পারে না। যেমন 'হাথ দিয়ে', এখানে 'হাথ' বললে 'হাত দিয়ে' শব্দের অর্থ প্রকাশ পাবে না, কিংবা 'দিয়ে' বললেও 'হাত দিয়ে' শব্দের অর্থ প্রকাশ পাবে না; এক্ষেত্রে বাক্যের পূর্ণরূপই প্রয়োজন। উভয়ের একটি অনুপস্থিত থাকলেও বাক্য গঠন পূর্ণতা পাবে না। এক্ষেত্রে গঠনের দুটি অবয়বের কাজ বাক্যে দুটি। এই দুটি অবয়বের কোনোটিরই কেন্দ্র এই গঠনে নেই। তাই এটি অকেন্দ্রিক গঠন। উর্দুর 'দেশ সে', 'দিল্লী

কী ওর', 'ঘোড়ে কো', 'পানী মেঁ' ইত্যাদি অকেন্দ্রিক গঠনের উদাহরণ। কারণ এক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের পূর্ণ অবয়ব ছাড়া বাক্যগঠন পূর্ণ হতে পারে না।

□ প্রতিস্থাপন ও প্রতিরূপ—কোনো সুদীর্ঘ বাক্যে একই পদ, উপবাক্য বা উপাদানের পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে তার স্থানে কোন সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ বা অন্য কোনো পদের ব্যবহারকে 'প্রতিস্থাপন' বলা হয়। যেমন—'গীতা বিদ্যালয় থেকে ফিরল', 'গীতা ভাত খেল'। এই বাক্য দুটিতে গীতা পদের দুবার ব্যবহার না করে আমরা বলতে পারি—'গীতা বিদ্যালয় থেকে ফিরল। সে ভাত খেল।' এখানে 'গীতা'র পরিবর্তে 'সে' পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এই গঠনকে প্রতিস্থাপক বলে।

উর্দু ভাষাতেও এইরূপ প্রতিস্থাপনের রূপ লক্ষ করা যায়। যেমন—'অসরফ় মসজীদ গয়া। আসরফ নমাজ পড়নে লগা।' এই বাক্য দুটিতে 'আসরফ' পদ দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা একই পদ দুবার ব্যবহার না করে এইভাবেও বলতে পারি—'আসরফ মসজীদ গয়া। বহ নমাজ পড়নে লগা।' এখানে 'বহ'-এর ব্যবহার প্রতিস্থাপনের উদাহরণ।

প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় মূল শব্দ বা পদের পরিবর্তে যে পদটি ব্যবহৃত হয় তাকে প্রতিরূপ বলা হয়। উপরের উদাহরণের 'তিনি' এবং 'সে' এই শ্রেণীর প্রতিরূপ। সর্বনাম প্রতিরূপ হিসেবে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি ক্রিয়া ও প্রতিরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—'তুমি রান্না করতে পারো? 'না পারি না।'

এখানে 'ক্রিয়া' 'রান্না করতে পারা'র প্রতিরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রতিস্থাপনের দীর্ঘতর গঠনের পরিবর্তে যখন সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। তখন সেই রূপটিকে 'স্থলাভিষিক্ত রূপ' বলা হয়। উপরের প্রতিস্থাপন রূপের 'পারি' প্রতিরূপটি স্থলাভিষিক্ত রূপ। উর্দু এবং অন্যান্য অনেক ভাষাতেও প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় প্রতিরূপ ব্যবহারের রীতি লক্ষ করা যায়। যেমন—'তুম্হারা ভাঈ বহুত বূড়া-ইন্সান হ্যায়।' 'মেরা ভাঈ এ্যয়সা নহী।' এখানে 'এ্যয়সা' উপাদানটি 'বুড়া ইন্সান'এর প্রতিরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'এ্যয়সা' হল স্থলাভিষিক্ত রূপ।

বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়, যাদের নিজস্ব অর্থগত দিকের বিশেষ তাৎপর্য বা গুরুত্ব না থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সমূহ বা বাক্যাংশের সংযোগসাধনে ব্যবহৃত হয়, সেই সকল শব্দকে প্রকার্য শব্দ বলা হয়। আর এই প্রকার্য শব্দ যে শব্দ বা বাক্যাংশকে সংযুক্ত করে তাদের বলা হয় পূর্ণার্থ শব্দ। যেমন—'রাম ও শ্যাম বাড়ি যায়, কিন্তু সীতা যায় না।' এখানে 'রাম বাড়ি যায়', 'শ্যাম বাড়ি যায়', 'সীতা

বাড়ি যায় না।' এই তিনটি বাক্যকে সংযুক্ত করা হয়েছে 'ও' এবং 'কিন্তু' সহযোগে। এখনে দুটি হল প্রকার্য শব্দ। বাংলা ভাষার 'টা, টি, খানা, খানি' ইত্যাদি আশ্রিত নির্দেশকগুলি প্রকার্য শব্দ। এগুলির ব্যবহারে অনেক সময় বাক্যের পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয় বলে এদের স্পষ্ট নির্দেশকও বলা হয়। যেমন—'আম খেতে ভালো না' এই বাক্য থেকে বোঝা যায় 'কোনো আমই খেতে ভালো না।' কিন্তু যদি বলা হয় 'আমটি খেতে ভালো না', তখন নির্দিষ্ট একটা আমকেই বোঝায়। এখানে 'টি' স্পষ্ট নির্দেশকের কাজ করেছে।

□ সঙ্গতি ও নিয়ন্ত্রণ—একাধিক শব্দের সংযোগে রচিত বাক্যের গঠনকে সঠিক করার ক্ষেত্রে সঙ্গতি ও নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। সঙ্গতি বলতে বোঝায় কোনো ভাষার অন্তর্গত বাক্যের গঠনে লিঙ্গ, বচন, কারক, পুরুষ, কাল ইত্যাদি ক্ষেত্রের মধ্যে সঙ্গতি বিধান। যেমন—'আমি বই পড়ি', 'তুমি বই পড়'। এই দুটি বাক্যের প্রথমটিতে উত্তম পুরুষের রূপের সঙ্গে তার ক্রিয়ার রূপের সঙ্গতি বিধান হয়েছে। আবার দ্বিতীয় বাক্যটিতেও মধ্যম পুরুষের রূপের সঙ্গে ক্রিয়ার রূপের সঙ্গতি বিধান হয়েছে। কিন্তু যদি উত্তম পুরুষের রূপের সঙ্গে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপকে যুক্ত করা হয় (আমি বই পড়), তবে সেটি অশুদ্ধ গঠন হবে।

উর্দু ভাষার ক্ষেত্রে বাক্যের এই সঙ্গতি বিধান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ভাষায় লিঙ্গ অনুসারেও ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়—'লড়কা পঢ়তা হ্যায়', 'লড়কী পঢ়তী হ্যায়', 'ম্যায় পঢ়তা হুঁ', 'ম্যায় পঢ়তি হুঁ।' এক্ষেত্রে গঠনের সঙ্গতি বিধান বিঘ্নিত হলে গঠন অশুদ্ধ হবে।

আর নিয়ন্ত্রণ হল একই গঠনের একটি শব্দের রূপ নিয়ন্ত্রণে সেই গঠনেরই অন্য শব্দের প্রভাব। যেমন বাংলা 'রাধার দ্বারা' এবং 'রাধাকে দিয়ে'—এই দুটি বাক্যে 'দ্বারা এবং 'দিয়ে' অনুসর্গ রাধার রূপকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। 'দ্বারা' অনুসর্গের কারণে 'রাধা' শব্দের রূপ হয়েছে 'রাধার' এবং 'দিয়ে' অনুসর্গের কারণে 'রাধা' শব্দের রূপ হয়েছে 'রাধাকে'।

□ বাংলা এবং উর্দু বাক্যের রূপান্তর—বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাতেই সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাক্যের গঠন রূপ পরিবর্তিত হলেও অর্থ অপরিবর্তিত থাকে। সাপেক্ষ সর্বনাম বা সাপেক্ষ অব্যয় দ্বারা প্রধান ও অপ্রধান খণ্ডবাক্যকে যুক্ত করতে হয়।

উদাহরণ—বাংলা—'চেষ্টা করলে জীবনে উন্নতি করবে।' (সরল বাক্য)

'যদি চেষ্টা করো, তবে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।' (জটিল)
উর্দু বাক্য—'কৌশিশ করনে সে তুম হর মকসদ মেঁ কামিয়াব হোগে।' (সরল)
'আগর কৌশিশ করোগে তো তুম হর মক্সদ মেঁ কামিয়াব হোগে।' (জটিল)

বাংলা এবং উর্দু ভাষায় জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রধান খণ্ডবাক্যকে অপরিবর্তিত রেখে অপ্রধান খণ্ডবাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগে কিংবা সমাসনিষ্পন্নের দ্বারা বাক্যকে সংকুচিত করে একটি কর্তা এবং তার একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া বিশিষ্ট সরল বাক্যে পরিণত করতে হয়। তাছাড়া এক্ষেত্রে সাপেক্ষ অব্যয়ও লোপ পায়।

উদাহরণ—বাংলা বাক্য—'যদিও সে গরিব, তবুও সে সৎ।' (জটিল)
'সে গরিব হলেও সৎ।' (সরল)
উর্দু বাক্য—'জো আদমী অনজান হ্যায় উস্‌সে বাতে করনা ঠীক নহী।' (জটিল)
'অনজান আদমী সে বাতে করনা ঠিক নহী।' (সরল)

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও বাক্য পরিবর্তিত হলেও অর্থ অপরিবর্তিত থাকে। সরল বাক্যের অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করে স্বনির্ভর খণ্ড বাক্য গঠন করতে হয়। স্বনির্ভর খণ্ডবাক্যগুলি সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়।

উদাহরণ—বাংলা বাক্য—'তুমি চলে গেলে তোমার জিনিসপত্র দেখবে কে?' (সরল)

'তুমি চলে যাবে, কিন্তু তোমার জিনিসপত্র দেখবে কে?' (যৌগিক)
উর্দু বাক্য—'উসকে পাস দৌলত হোতে হুয়ে ভী মন নহী হ্যায়।' (সরল)
'উসকে পাস দৌলত হ্যায়, পর মন নহী হ্যায়।' (যৌগিক)

যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্যে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সরল বাক্যের কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়াবিশিষ্ট মূল কাঠামোর জন্য প্রয়োজন মতো যৌগিক বাক্যের যে কোনো স্বনির্ভর খণ্ডবাক্যকে অপরিবর্তিত আকারে নিতে হয়। অপর স্বনির্ভর খণ্ডবাক্যকে অসমাপিকা ক্রিয়াযোগে কিংবা সংকুচিত করে সরলবাক্যের অংশবিশেষে পরিণত করতে হয়। সংযোগকারী অব্যয় লুপ্ত হয়।

উদাহরণ—বাংলা বাক্য—'তাকে দেখতে পেলাম কিন্তু নাগাল পেলাম না।' (যৌগিক)
'তাকে দেখতে পেলেও নাগাল পেলাম না।' (সরল)
উর্দু বাক্য—'তুম আয়োগে ফির ভী ম্যায় জা নহী পাউগাঁ। (যৌগিক)

'তুম্হারে আনে সে ভী ম্যায় জা নহী পাউগাঁ। (সরল)

● বাংলা ভাষার বাক্য গঠনে সাধারণত আগে বিশেষণ বসে এবং পরে বিশেষ্য বসে। যেমন—

'পাকা আম', 'গরম ভাত', 'চালাক ছেলে' ইত্যাদি। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষণ পরেও বসে। যেমন—'চা গরম', 'আলুমাখা', 'ডিম ভাজা' ইত্যাদি।

● বাংলায় সাধারণত বিধেয় উদ্দেশ্যর পর বসে এবং বিধেয়র বিশেষণ বিধেয়র সঙ্গে বসে। যেমন—'তোমার বাবা খুব ভালো।' কিন্তু কখনো কখনো বিশেষণ আগেও বসে। যেমন—'তোমার দয়ালু ভাই।' রূপান্তরশীল ভাষায় পদক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কেননা সেখানে শব্দের গঠন বা রূপ থেকেই তার অর্থ এবং বাক্যের অন্যান্য পদের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাতেই দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় গৌণকর্ম আগে এবং মুখ্য কর্ম পরে আসে। যেমন—'আমি আমার বন্ধুকে চিঠি পাঠিয়েছি।' (বাংলা); 'বাদশাহ নে বেগম কো ফুল ভেজা।' (উর্দু)।

ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার আগে বসে—'তুমি কাল যাবে?' (বাংলা); 'আসরফ জ়রুর আয়ে গা।' (উর্দু)। ক্রিয়ার অনেক সময় স্থানান্তর ঘটে—'আমি ডাকলাম একজনকে আর আসলো দশজন।' (বাংলা) 'আনা থা কিস কো অর আয়া কোন।' (উর্দু)

সমানাধিকরণ শব্দ মুখ্য শব্দের পরে আসে এবং পরের শব্দে বিভক্তির্ যোগ হয়। যেমন—'রানু তোমার বাবা, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।' (বাংলা); 'কল্লু, লোহার কো বুলাও'। (উর্দু)।

সম্বন্ধবাচক এবং তার অনুসম্বন্ধী সর্বনামের কর্ম ইত্যাদি কারক বেশির ভাগ বাক্যের আদিতে প্রযুক্ত হয়; যেমন, 'তার কাছে একটি বই আছে, যেখানে দেবতাদের ছবি আছে।' (বাংলা); 'বহ সখ্স্ কহাঁ হ্যায়', জিন্হে আপনে মেরে পাস ভেজা থা।' (উর্দু)

প্রশ্নবাচক ক্রিয়াবিশেষণ এবং সর্বনাম অনেক সময় ক্রিয়া এবং সহায়ক ক্রিয়ার মাঝখানেও আসতে পারে; 'হম বহাঁ জা ক্যায়সে সকেগেঁ?' (উর্দু)

উর্দু ভাষায় প্রশ্নবাচক অব্যয় 'ক্যায়া' বেশির ভাগ বাক্যের আদিতে আসে, যেমন—'ক্যায়া গাড়ী চলী গয়ী?' কিন্তু কখনো কখনো মাঝে বা শেষেও আসতে পারে, যেমন—'গাড়ী ক্যায়া চলী গয়ী?' 'গাড়ী চলী গয়ী ক্যায়া?' বাংলায় 'কী' এই প্রশ্নবাচক অব্যয় মাঝে বা শেষে আসতে পারে; যেমন—'গাড়ী কী চলে গেছে?' 'গাড়ী চলে গেছে কী?'

বাংলায় 'ও', 'তো', 'কিন্তু' ইত্যাদি ধ্বনিগুচ্ছ বাক্যের সেই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়; যাকে নির্ধারিত করতে এগুলি ব্যবহৃত হয়, যেমন—'আমিও ভাত খাই'; 'আমি তো ভাত খাই'; 'আমি ভাতও খাই'; 'ভাত কিন্তু আমিও খাই।' উর্দুভাষাতেও এই শ্রেণীর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। উর্দুতে—'তো', 'ভী', 'হী', 'তক', ইত্যাদির প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন—'হম ভী লখনও কো জাতে হ্যায়।' 'হম তো লখনও কো জাতে হ্যায়', 'হম লখনও কো তো জাতে হ্যায়'। 'হী' কর্তৃবাচক কৃদন্ত তথা সামান্য ভবিষ্যৎকালে প্রত্যয়ের আগেও আসতে পারে; যেমন—'য়হ শিক়ায়ত আপ হী নে কিয়া হ্যায়', 'হম বহাঁ জানে হী বালে থে।'

বাংলায় সম্বন্ধসূচক পদযুগ্মের দুটিই ব্যবহৃত হয়, তা না হলে বাক্যপূর্ণতা পায় না। যেমন—'তিনি আজও আসবেন, যিনি কাল এসেছিলেন', 'যখন আমি যেতে বলব, তখন তুমি যাবে।' উর্দুতেও সম্বন্ধসূচক পদ বাক্যের শুরুতে যুক্ত হয়; যেমন—'জহাঁ ম্যায় কহুগাঁ, বহা পহঁচ জানা', 'বহ নজ়ম সুনাও জো কাল সুনাঈ থী।'

বাংলায় নিষেধ বাচক অব্যয় বেশির ভাগ সময় সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে, 'আমি যাব না', 'তুমি যাবে না', এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে থাকে—'আমি না বলতে চাই, না শুনতে চাই', 'সে না পড়ছে, না শুনছে।'

উর্দুতে নিষেধবাচক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসে, 'তুম মত আনা', 'ম্যায় নহী জাউগী', 'উসকো ন খানে কা সময় হ্যায়, ন নহানে কা'।

যদি ক্রিয়া সংযুক্ত হয় বা সংযুক্তকালে প্রয়োগ হয়, তাহলে না বাচক অব্যয় মুখ্য ক্রিয়া এবং সহায়ক ক্রিয়ার মাঝে যুক্ত হয়; যেমন—'তব তক তুম সো মত জানা', 'ম্যায় খা নহী সকতা'। বাংলায় এর রূপ হয়—'আমি খেতে পারব না', 'ততক্ষণ তুমি চলে যেয়ো না।' এখানে না বাচক অব্যয় মুখ্য এবং সহায়ক ক্রিয়ার পরেই যুক্ত হয়।

সম্বন্ধযুক্ত অব্যয় যে বিশেষ্যর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, সাধারণত তার পরে যুক্ত হয়; যেমন—'মিতা ছাড়া এই অংক কারোর পক্ষে করা সম্ভব নয়', 'রামের প্রতি আমার সরসময়ই নজর আছে।'

উর্দুতে 'সীবা', 'ইলাবা' ইত্যাদি কিছু অব্যয় বিশেষ্যের পূর্বেও যুক্ত হয়ে থাকে; যেমন—'সীবা মেরে য়হ রাজ় কিসীকো মালুম নহী।'

একাধিক কর্তাযুক্ত বাক্যে যদি উত্তম পুরুষ থাকে তাহলে ক্রিয়ার রূপ উত্তম পুরুষ অনুযায়ী হয়; যেমন—'আমি ও মা বেনারস যাবো', (বাংলা); 'ম্যায় অর ইমরান মেহমান সে মিলনে জায়েঙ্গে।' (উর্দু)

উত্তম পুরুষ ব্যতীত বাক্যের ক্রিয়ার রূপ মধ্যম পুরুষ অনুযায়ী হয়, 'তুমি আর মহেশ দোকানে যাও' (বাংলা); 'তুম অর হসান খানা খাও'। (উর্দু)

বাংলায় একই অর্থে প্রযুক্ত একাধিক বাক্য যখন সংযোজক/অব্যয় দ্বারা বা কমা চিহ্ন দ্বারা যুক্ত হয় তখন শেষেরটির সঙ্গেই বিভক্তি চিহ্ন বা বহুবচন প্রত্যয় যুক্ত হয়; যেমন—'রাম, শ্যাম এবং যদুদের একই গ্রাম।' কিন্তু এদের পার্থক্য বোঝালে প্রত্যেক বাক্যের সঙ্গে বিভক্তি চিহ্ন বা বহুবচন প্রত্যয়যুক্ত হবে, 'হিন্দুরা মন্দিরে এবং শিখরা গুরুদওয়ারায় যায়।'

□ বাংলায় বিভিন্ন সর্বনাম পদের বাক্যে প্রয়োগ—

'আপনি বোধহয় সেখানে গিয়েছিলেন।' (ব্যক্তিবাচক, সম্ভ্রমার্থক, একবচন)
'তাঁরা হলেন রাজার বংশধর।' (ব্যক্তিবাচক, সম্ভ্রমার্থক, বহুবচন)
'তুই এত রাতে কোথায় যাচ্ছিস?' (ব্যক্তিবাচক, তুচ্ছার্থক, একবচন)
'ইনিই সেই মহান আদর্শ পুরুষ।' (ব্যক্তিবাচক, প্রত্যক্ষ নির্দেশক, সম্ভ্রমার্থক, একবচন)
'ওরা অকারণে চঞ্চল।' (ব্যক্তিবাচক, পরোক্ষ নির্দেশক, তুচ্ছার্থক, বহুবচন)
'কোনো কথা বলতে চাই না তোমাকে।' (অনির্দেশক, একবচন)
'কে কে যাবি চিড়িয়াখানায়?' (প্রশ্নবাচক, বহুবচন)
'কোনটা তোমার বাড়ি?' (প্রশ্নবাচক, একবচন)
'তিনি নিজে এসে দেখেগেছেন।' (আত্মবাচক, একবচন)
'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।' (সাপেক্ষ, একবচন)
'যারা আসবে, তারাই দেখবে।' (সাপেক্ষ, বহুবচন)
'কাজটা নিজে নিজেই করো না।' (পারস্পরিক)
'তারা আপনা আপনি ঝগড়া মিটিয়ে নিয়েছে।' (পারস্পরিক)
'একথা সবারই জানা আছে।' (সমষ্টিবাচক)
'সেই সব ঘটনার কথা কোনোদিন ভোলা যাবে না।' (বিশেষণ রূপে সর্বনাম)
'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।' (স্থানবাচক বিশেষণ রূপে সর্বনাম)
'যখন সময় পাবে, তখন এসো।' (কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ রূপে সর্বনাম)

'এত বড় শহরে কত মানুষই তো থাকে।' (পরিমাণবাচক বিশেষণরূপে সর্বনাম)
'যেমন কর্ম তেমন ফল'। (সাদৃশ্যবাচক বিশেষণ রূপে সর্বনাম)

□ উর্দুতে বিভিন্ন সর্বনাম পদের বাক্যে প্রয়োগ—

'আপকো আজ মেরে ঘর তশ্‌রীফ় লানা হ্যায়।' (পুরুষ বাচক, একবচন)
'আপলোগ একরোজ় আনে কী তক়লীফ় করে।' (পুরুষবাচক, বহুবচন)
'অপনে অপনে কো হর কোঈ চাহতে হ্যায়।' (নিজবাচক, প্রত্যেক অর্থে)
'বহ অরোঁ কো নহী অপনে কো কোস রহা হ্যায়।' (নিজবাচক, নিশ্চয় অর্থে)
'অপনে সে বড়োঁ কা মান কর না চাহীএ।' (নিজবাচক, আত্মবোধক অর্থে)
'য়হ কোঈ নয়া কাম নহী হ্যায়।' (নিশ্চয় বাচক, নিকট অর্থে)
'বহাঁ মত জাও।' (নিশ্চয় বাচক, দূরের বস্তুর ক্ষেত্রে)
'এয়সা ন হো কি কোঈ সুনলে।' (অনিশ্চয় বাচক)
'উসনে কুছ নহী খায়া।' (অনিশ্চয় বাচক)
'বহ কৌন হ্যায়, জো রাত কো আয়া থা।' (সম্বন্ধবাচক)
'জো তুম স্যহী সমঝো বহ করো।' (সম্বন্ধবাচক)
'তুম কহা জা র‍্যহে হো?' (প্রশ্নবাচক)
'আপকে খাতির ম্যায় কিয়া কর সকতা হুঁ?' (প্রশ্নবাচক)
'জো কুছ তুমনে শুনা বহ সহী নহী হ্যায়।' (সংযুক্ত সর্বনাম)
'জো কোঈ জানা চাহে জা সকতে হ্যায়।' (সংযুক্ত সর্বনাম)

□ বাংলায় বিশেষণ পদের বাক্যে প্রয়োগ—

'কালো কাপড়টা সরিয়ে দাও।' (বিশেষ্যর বিশেষণ)
'সুন্দর ফুল দেখতে আমার ভালো লাগে।' (গুণবাচক বিশেষণ)
'আড়াই কিলো ডাল আনবে।' (পরিমাণবাচক বিশেষণ)
'এই বন্দি দশা কারো ভালো লাগে না।' (অবস্থাবাচক বিশেষণ)
'মোগলাই পরোটা খেতে পারো।' (সংজ্ঞাবাচক বিশেষণ)
'পাথুরে মূর্তির অবস্থা খুব খারাপ।' (উপাদান বাচক বিশেষণ)
'সেই তোমারই সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল।' (সর্বনামের বিশেষণ)
'শনিবারের বারবেলায় বাইরে ঘুরিস না।' (কালবাচক বিশেষণ)
'আজ খুব কনকনে ঠাণ্ডা।' (বিশেষণের বিশেষণ)

'সে দশ লাখ টাকার বাড়ি কিনেছে।' (সংখ্যাবাচক বিশেষণ)
'সে দশম শ্রেণীতে পড়ে।' (পূরণবাচক বিশেষণ)
'রক্তমাংসের শরীর সবকিছু সইতে পারে না।' (সম্বন্ধ বিশেষণ)
'দ্রুত হাঁটতে লাগলাম।' (ক্রিয়া বিশেষণ)
'গ্রামের পাশ দিয়ে কুলুকুলু নদী বয়ে চলেছে।' (ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ)
'সাত সকালে কোন্ রাজ কাজে চললে?' (প্রশ্নবোধক বিশেষণ)
'পার্থিব সম্পদে আমার কোনো লোভ নেই।' (পদান্তরিত বিশেষণ)
'বড়ো নির্মম ব্যবহার তোমার।' (একপদী বিশেষণ)
'মুখে তাঁর কাঁচা পাকা দাড়ি।' (বহুপদী বিশেষণ)
'গাছে গাছে লাল লাল ফুল ফুটে আছে।' (শব্দদ্বৈতাশ্রয়ী বিশেষণ)

□ উর্দুভাষায় বিশেষণের বাক্যে প্রয়োগ—

'উস মূলক তক মেরী পহেচান হ্যায়।' (সার্বনামিক বিশেষণ)
'এয়সী লড়কিয়াঁ হমেশাহ্ ইহাঁ আতী হ্যায়।' (সর্বনামিক বিশেষণ)
'দৌলত ইকট্ঠা হোতী রহী।' (গুণবাচক বিশেষণ)
'তাজা হবা খানে নিকলী হো।' (গুণবাচক বিশেষণ)
'তালাব কা জ্যায়সা রূপ।' (সম্বন্ধসূচক বিশেষণ)
'উসনে মুহঁ পর ঘুঁঘট সা ডাল লিয়া হ্যায়।' (অনিশ্চয়বাচক বিশেষণ)
'পহলে তারিখ কো আনা।' (সংখ্যাবাচক বিশেষণ)
'আধে ঘন্টে মেঁ আতে হ্যায়।' (অপূর্ণাঙ্ক বিশেষণ)
'আজ বহতর খানা মিলা।' (অধিক ভালো অর্থে)
'জাদাতর দোদিন রহেঙ্গে।' (অধিকতর অর্থে)
'ইস বদতর হালাত সে গুজরনা হ্যায়।' (অধিক খারাপ অর্থে)
'করণ ইধার আও।' (ক্রিয়া বিশেষণ)
'আপকা মকান পাস হ্যায় ইয়া দূর!' (স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ)
'জহাঁতক হো সকে ম্যায় কৌশিশ করুগাঁ।' (পরিণামবাচক ক্রিয়া বিশেষণ)
'তুম বহাঁ গ্যয়ে তো থে।' (নিশ্চয়বাচক ক্রিয়া বিশেষণ)
'কাম হোতে হোতে হোগা।' (দ্বিরুক্ত ক্রিয়া বিশেষণ)

□ বাংলা ভাষায় অব্যয় পদের বাক্যে প্রয়োগ—

'সুধীরের চেয়ে বিমল বেশি বুদ্ধিমান।' (সংযোজক অব্যয়)

'বাড়ির পেছনে গ্রন্থাগার আছে।' (অবস্থাবাচক অব্যয়)

'সমুদ্রের তীর পর্যন্ত হাঁটব।' (সীমাবাচক অব্যয়)

'তোমাকে ছাড়া আমি যেতেই পারব না।' (ব্যতিরেকবোধক অব্যয়)

'সকলের তরে সকলে আমরা।' (অনুসর্গ)

'কামনা ত্যাগ কর তাহলেই জীবনে সুখ পাবে।' (বাক্য সংযোজক অব্যয়)

'মন দিয়ে পড়াশুনা করো, নতুবা জীবনে উন্নতি করতে পারবে না।' (ব্যতিরেকাত্মক অব্যয়)

'ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।' (সম্বোধনসূচক অব্যয়)

'তুমি বিদ্যুতের মতো এসে হাজির হলে।' (সাদৃশ্যসূচক অব্যয়)

'কি তোর মনের বাসনা?' (প্রশ্নবাচক অব্যয়)

'উঁহু এখনই তোমার যাওয়া হবে না।' (অসম্মতিসূচক অব্যয়)

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিক কথাই শুনেছেন।' (সম্মতিসূচক অব্যয়)

'এই বুঝি তোমার নতুন বাড়ি!' (সংশয়সূচক অব্যয়)

'ছিঃ ছিঃ, এমন কথা বলতে নেই।' (ঘৃণাবাচক অব্যয়)

'কী মুশকিল, মহা ঝামেলা তো!' (বিরক্তিসূচক অব্যয়)

'ওরে বাপরে, বাঘের চোখ জল্‌জল্‌ করছে।' (ভয়সূচক অব্যয়)

'হায়, এমন দিন কি আর আসবে!' (দুঃখসূচক অব্যয়)

'আহা! কি সুন্দর ফুল!' (বিস্ময়সূচক অব্যয়)

'হায়রে, তোর এমন সর্বনাশ হয়ে গেল!' (খেদসূচক অব্যয়)

'বেশ তো, তাকে বাড়িতে আসতে বোলো।' (অনুমোদনাত্মক অব্যয়)

'বেচারা সকাল থেকে রোদে দাঁড়িয়ে আছে।' (করুণাসূচক অব্যয়)

□ একই অব্যয়ের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ—

'ও'—'ও মালা, কোথায় যাচ্ছ?' (সম্বোধন)

'তুমি ও ভাই দুজনেই এসো।' (এবং)

'এতবার বলেও তাকে দিয়ে কাজটা করানো গেল না।' (সত্ত্বেও)

'তাহলে তুমিও ছিলে সেই দলে!' (বিস্ময়)

'যেতেও পারি।' (সম্ভাবনা)

'প্রাণ গেলেও কারো ক্ষতি করব না।' (দৃঢ়তা)

'তুমি যে আবার তাদের বাড়ি যাবে, কখনও ভাবিনি।' (বিস্ময়)

'আবার বসলে যে?' (প্রশ্ন)

'ছেলেরা যে আপনার জন্যেই বসে আছে।' (বাক্যালঙ্কার)

'তিনিই বললেন যে, আমাকে আসতে হবে।' (সংযোজনা)

'যে চায় সেই পায়।' (নির্দিষ্ট অর্থে)

'বড্ড বেশি কথা বলছ যে।' (বিরক্তি অর্থে)

'তো'—'ভালো আছেন তো?' (প্রশ্নবোধক)

'তুমি তো বেশ মেয়ে!' (বিস্ময়)

'আমার ভুল হয়ে থাকে তো মাপ করবেন।' (যদি)

'একগ্লাস জল দাও তো।' (আদেশ)

□ উর্দু অব্যয় পদের বাক্যে ব্যবহার—

'অব সে এয়সী ভূল নহী হোগী।' (কালবাচক অব্যয়)

'বহ্ কব আয়া, মুঝে পতা নহী।' (কালবাচক অব্যয়)

'জহাঁ তুম হো বহাঁ ম্যায় ভী হুঁ।' (স্থানবাচক অব্যয়)

'জি ধর তুম কহগী, ম্যায় জাউগাঁ।' (দিকবাচক অব্যয়)

'বাহর জাও।' (স্থিতিবাচক অব্যয়)

'ম্যাননে উসে দেখা তক নহী।' (নিশ্চয়বাচক অব্যয়)

'তুমনে হমে বহুত ইন্তেজ়ার করবয়া।' (পরিমাণবাচক অব্যয়)

'কাফ়ী দের হোচুকে, আব মুঝে জানা চাহিএ।' (সময়বাচক অব্যয়)

'ইসসে বঢ়কর তোহ্ফা লানা।' (তুলনাবাচক অব্যয়)

'অচানক বহ মেরে ঘর আগয়ে।' (রীতিবাচক অব্যয়)

'ম্যায় আয়ুগাঁ জরুর।' (নিশ্চয়বাচক অব্যয়)

'শায়দ ম্যায় ন আ পাউগাঁ।' (অনিশ্চয়বাচক অব্যয়)

'লগভগ আট বজে বহ্ আয়েগা।' (কালবাচক অব্যয়)

'আব হম দরিয়া কে নজ়দীক আহ্ গয়ে।' (স্থানবাচক)

'বহ্ মস্জিদ কী তরফ মুহুঁ কর ব্যয়ঠে হ্যায়।' (দিশাবাচক)

'আপ কে সিবা হমে কিসী পে একীন নহী হ্যায়।' (ব্যতিরেকবাচক)
'আপ কী খাতির হম ইহাঁ আয়ে।' (হেতুবাচক)
'আপ কিউঁ হামেশাহ মেরে খিলাফ হী ক্যহতে হ্যায়।' (বিরোধবাচক)
'তুম তো বিলকুল তুম্হারী বহেন কী তরহ দিখতি হো।' (সাদৃশ্যবাচক)
'ইসকে বারে মেঁ তুম ক্যায়া জানতে হো?' (প্রশ্নবাচক)
'বাহ বাহ! তুম তো বহুত অচ্ছা গাতে হো!' (বিস্ময়বোধক)
'হায় খুদা! এয়সা কিউঁ হুয়া।' (দুঃখবোধক)
'অজী! সুনতে হ্যায়, কবসে পুকার রহী হুঁ।' (সম্বোধন)

□ একই অব্যয়ের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার—

'নহী'—'তুম নহী জানা।' (আদেশ)
'নহী ম্যায় আয়ুগা।' (হ্যাঁবোধক)
'তুম খাওগেঁ নহী?' (প্রশ্নবোধক)
'বহ নহী গয়া।' (নির্দেশক)
'মেরী বাত তো তুম সুনতে হী নহী।' (বিরক্তিবোধক)

□ বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত সরল বাক্যের ব্যবহার—

'টাকা হাতে পেলে বর সভাস্থ করা যাবে।'
অন্যান্য ব্যবহার—
'সত্যবাদীকে সকলেই ভালোবাসে।'
'তোমাকে এই ভদ্রলোকই ডেকে ছিলেন।'
'তুমি চলে গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে?'

□ বাংলা জটিল বাক্যের ব্যবহার—

'ভোরের নামাজ যেই শেষ হল, তখনই সর্দারজি ভেঁপু বাজাতে আরম্ভ করলেন।'
'যদি বারণ করো, তাহলে আর কখনো যেতে বলব না।'
'যিনি তোমাকে ডেকেছিলেন, তিনি আমার মামা।'
'কিন্তু শরীরের দিকে যে তাকাইবে সে অবসর কুবেরের নাই।'

□ বাংলা যৌগিক বাক্যের ব্যবহার—

'সে দরিদ্র কিন্তু সত্যবাদী।'

'নিয়মিত অভ্যাস করো, তাহলে ফল পাবে।'

'সূর্য অস্ত যায় এবং পাখিরা বাসায় ফেরে।'

'তিনি জ্ঞানী ছিলেন, তাই তিনি বিনয়ী ছিলেন।'

'তুমি আসবে, না হলে আমিও আসব না।'

'তুমি খাবে, তাহলে আমিও খাবো।'

'আম অনেকগুলোই ছিল, আর সবকটাই ছিল মিষ্টি।'

□ বাংলা ইতিবাচক নির্দেশবাক্য—'একথা আমি আগেই শুনেছিলাম।'

'বাংলা নেতিবাচক নির্দেশক বাক্য—'সে কাজ এখনো সারা হয়নি।'

'বাংলা প্রশ্নাত্মক বাক্য—'মানুষকে কষ্ট দিয়ে কি কথা বলতে আছে?'

'বাংলা অনুজ্ঞা বাক্য—'প্রত্যহ নিয়মিত আহার করবে।'

□ বাংলা প্রত্যক্ষ বাক্য—'এ বিষয়ে আমি কিছুই বুঝি না।'

'তিনি বললেন, 'আমি খাব না।'

'বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল রাত্রে কি বৃষ্টি হয়েছিল?'

□ বাংলা পরোক্ষ বাক্য—

'তিনি বললেন যে, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না।'

'সে বলল যে সে যেতে পারবে না।'

'তিনি বললেন যে, তিনি কাল রাতে আসতে পারেন।'

□ উর্দু সরল বাক্যের ব্যবহার—

'বহ্ সখ্স্ চোর নিকলা'।

'উস লড়কে কা নাম রোশন রখা গয়া।'

'খুদ কী পঢ়াঈ করো।'

□ উর্দু জটিল বা মিশ্রবাক্যের ব্যবহার—

'জো শায়র অচ্ছে হোতে হ্যায়, উনকা সভী আদর করতে হ্যায়।'

'মুঝে কহো কি তুম কব অর কহা প্যয়দা হুএ।'

'উস কিতাব কো পঢ়না, জো ম্যায়নে কল তুম্‌হে দি থী।'

□ উর্দু যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য—

'বহ বীমার হ্যায়, ইসলিএ আ ন সকা।'
'ইস পের কা টুটনে কা গ়ম না কেবল তুম্‌হে হ্যায় বল কী মুঝে ভী হ্যায়।'
'সূরজ নিকলা অর অন্ধেরা গয়া।'

□ উর্দু বিধিবাচক বাক্য—'হম খা চুকে।' 'হম জব খা রহে থে, তব বহ আয়া।'

'উর্দু নিষেধ বাচক বাক্য—'বহ খানা নহী খায়া, ইসলীএ ম্যায় নারাজ় হূঁ।
'আজ ঘর নহী জানা।'
উর্দু আজ্ঞাবাচক বাক্য—'তুম ফ়রন বহা চলে যাও।'
উর্দু বিস্ময়বোধক বাক্য—'কিতনী খুব সুরত হ্যায় ইয়ে তাজমহল!'
উর্দু সন্দেহবাচক বাক্য—'সায়দ তুমনে সুনী হোগী।'
উর্দু ইচ্ছাবাচক বাক্য—'খুদা করে তুম্‌হে অচ্ছি নকরী মিলে।'
উর্দু সংকেতবাচক বাক্য—'আগ়র তুম খাও তো ম্যায় ভী খাউগাঁ।'

□ উর্দু প্রত্যক্ষ বাক্য—'রেশমা নে কহা, ম্যায় কল তুম্‌হারে ঘর জাউগী।'

'রাহত নে পুছা, তুম্‌হারী মাঁ ক্যয়সী হ্যাঁয়।'
'মেরে লীএ কীসীকো ফ়িকর করনে কী কোঈ জ়রুরত নহী।'

□ উর্দু পরোক্ষ বাক্য—'আদীল নে কহা, উসকে লীএ কিসী কো ফ়িকর করনে কী কোঈ জ়রুরত নহী।'

'উসনে কহা কী বহ নহী আ সকেগা।'
'মাসুম নে কহা, বহ রাত ভর সোয়ী নহী।'
বাংলা বাচ্য—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য—
সকর্মক ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্য—আমি ছবি আঁকি।
অকর্মক ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্য—মেয়েটি খায়।
বিভক্তিযুক্ত কর্তৃবাচ্য—ঘোড়ায় গাড়ি টানে।
বিভক্তিহীন কর্তৃবাচ্য—নদী চলেছে এঁকে বেঁকে।
বাংলা কর্মবাচ্য—অনুসর্গ যোগে—'নন্দিতা কর্তৃক রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হল।

কর্তায় কে বিভক্তি—'গানটা তোমার (দ্বারা) শোনা হয়েছে।'
'তাদের পরীক্ষা করা হয়েছে।'
'মুহূর্ত পরে তোমার হাত শৃঙ্খলিত হইবে।'
'তা দেবতার চরণে অর্পিত হলো।'

□ বাংলা ভাববাচ্য—অকর্মক ক্রিয়ার সাধারণ ভাববাচ্য—'আমার আসা হবে না।'

সকর্মক ক্রিয়ার সাধারণ ভাববাচ্য—'আমার গল্প শোনা শেষ হলো।'
সম্ভাবনাসূচক ভাববাচ্য—'এই বনে হরিণ পাওয়া যায়।'
আবশ্যকতাসূচক ভাববাচ্য—আমাকে আজ তার বাড়ি যেতেই হবে।'

□ উর্দুর বাচ্য—কর্তৃবাচ্য—'লড়কা কিতাব পঢ়তা হ্যায়।'

'দর্জি কপড়া সীতা হ্যায়।'
'বেগুম নে সহেলিয়োঁ কো বুলায়া।'
কর্মবাচ্য—'কপড়া সীয়া জাতা হ্যায়।'
'মুঝসে য়হ কাম নহী কিয়া জাতা।'
'আম খায়ী জাতী হ্যায়।'
ভাববাচ্য—'উসসে খায়া নহী জাতা।'
'মুঝসে নজ়ম লীখী নহী জাতি।'

তথ্যসূত্র ঃ

১. সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮৪।
২. ভাষাবিজ্ঞান, ভোলানাথ তিওয়ারী, পৃঃ ২২১।
৩. সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, রামেশ্বর শ, পৃঃ ৪০৩।
৪. শহী দুল্লাহ্ রচনাবলী, মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৭।

* প্রকাশক ও প্রকাশকাল গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হয়েছে *